বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ১০৮৫২/ ২০১৯

লুৎফর রহমান

----আসামী-আপিলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

------রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশরাফুল ইসলাম

---আসামী-আপিলকারী-দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট আতাউর রহমান

-------২নং প্রতিপক্ষ পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকারী এ্যাটনী জেনারেল

-- রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২৮.০৮.২০২২।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ১ম আদালত, টাঙ্গাইল কর্তৃক দায়রা মামলা নং ২৩৮/২০১০ [(সি, আর মামলা নং ২৪/২০১০ ধারা ১৩৮ The Negotiable Instrument Act, 1881 অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে ০২ (দুই) মাস কারাদন্ড এবং ৫,৭৪,৩০৫/- (পাঁচ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার তিনশত পাঁচ টাকা অর্থদন্ড)]-এ বিগত ইংরেজী ০৬.০৯.২০১১ তারিখের রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে সাজাপ্রাপ্ত আসামী ফৌজদারী কার্যবিধির ৪১০ ধারায় ফৌজদারী আপীল নিবন্ধনের প্রেক্ষিতে অত্র বিভাগ হতে আপীলটি নিম্ন বর্ণিত ভাবে গৃহীত হয়েছিল-

"This appeal will be heard.

Records of the case be called for.

Issue the usual notices upon the respondents.

The realization of fine be stayed till disposal of the appeal.

Subject to the disposal of the appeal, let the convict-appellant Lutfor Rahman son of Md. Ansar Ali be

admitted to ad-interim bail for a period of 6(six) months from date on furnishing bail bond to the satisfaction of the learned Additional Sessions Judge, 1st Court, Tangail."

আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আশরাফুল ইসলাম বিগত ইংরেজী ০৬.০১.২০২২ তারিখে সম্পাদিত একটি আপোষনামা দলিল (Deed of compromise) দাখিলপূর্বক নিবেদন করেন যে, অত্র মোকদ্দমার বিরোধীয় বিষয়ে আদালতের বাহিরে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আপোষের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে। উপরিল্লিখিত অবস্থাধীনে সংশ্লিষ্ট Deed of Compromise তথা আপোষনামা দলিলের ভিত্তিতে অত্র ফৌজদারী আপীলটি নিষ্পত্তির প্রার্থনা করেন।

আন্তর্জাতিক আইন (International Law)

আনুমানিক ২১০০ বিসিই (BCE= Before the Common Era) থেকে মেসোপোটামিয়া, মিসর এবং অন্যান্য প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্য (ancient Middle East) অঞ্চলের সভ্যতার উত্থানের সময় থেকেই আন্তর্জাতিক আইনের পথ চলা। Lagash এবং Umma এর মধ্যেকার প্রাচীনতম সন্ধি এবং মিসরীয় ফারাও Rames II এবং Hattusilis III এর মধ্যকার সন্ধি প্রাচীনতম আন্তর্জাতিক আইনের নিদর্শন। যদিও কাঠামোগতভাবে এটি রূপলাভ করে ইউরোপীয় রেনেসাঁর (European Renaissanee) সময়। আন্তর্জাতিক আইনের জনক Hugo Grotius এর অসাধারণ সৃষ্টি De Jure Bell; ac pacis (1625; on the law of war and peace) কে ধরা হয় আন্তর্জাতিক আইনের শ্রেষ্ঠ সংযোজন। তিনি বলছেন "..... that there is a common law among nations, which is valid alike for war and in war, I have had many and weighty reasons for under taking to write upon this subject. Through out the Christian world I observed a lack of restraint in relation to war, such as even barbarous nations should be ashamed of."

Jeramy Bentham ১৭৮০ সালে আন্তর্জাতিক আইনকে "জাতীসমূহের আইন" (Law of Nation) হিসেবে আখ্যা দেন। আন্তর্জাতিক আইনে প্রত্যেক দেশকে রাষ্ট্র (State) বলা হয়।

Queen v Keyn (1876) *মোকদ্দমায় ইংল্যান্ডের প্রধান বিচারপতি* ***Lord Coleridge*** *আন্তর্জাতিক আইনকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে* ***"The law of nations is that collection of usages which civilized states have agreed to observe in their dealings one another."***

আন্তর্জাতিক আইন হলো- সেসব আন্তর্জাতিক নিয়ম, রীতিনীতি, প্রথা, চুক্তি, দলিল, অঙ্গীকার এবং আইন কানুনের সমষ্টি যা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। আন্তর্জাতিক নিয়ম, রীতিনীতি, প্রথা, চুক্তি, দলিল, অঙ্গীকার এবং আইন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মেনে চলতে বাধ্য।

রাষ্ট্রের আইন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সকলে মেনে চলতে বাধ্য। নাহলে আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। অপরদিকে, আন্তর্জাতিক আইনও সকল রাষ্ট্র মেনে চলতে বাধ্য। যদি কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে তাহলে উক্ত রাষ্ট্র বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়ে, আন্তর্জাতিক ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিশ্বের কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনকে অশ্রদ্ধা কিংবা ইচ্ছাকৃত ভাবে লংঘন করে আন্তর্জাতিক সমাজ ও বিশ্ব জনমতের নিন্দার পাত্র হতে চায় না। ফলে আন্তর্জাতিক নিয়ম, রীতিনীতি, প্রথা, চুক্তি, দলিল, অঙ্গীকার এবং আইন সকল স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ সমর্থন করে, মান্য করে, শ্রদ্ধা করে এবং সমর্থন করে।

স্থানীয় আইনে না থাকার অজুহাতে বা ভিন্নরূপ আইন থাকার অজুহাতে আন্তর্জাতিক আইনগত দায় দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

বরং আন্তর্জাতিক আইনকে যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য যথাযথভাবে স্থানীয় আইন সংযোজন সংশোধন করতে হবে। অপর কথায় স্থানীয় আইন আন্তর্জাতিক আইনের সাংঘর্ষিকভাবে তথা লংঘন করে প্রণয়ন করা যায়না। যদি কোন স্থানীয় আইন প্রণয়নের পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক কোন আইন গৃহীত হয় তাহা হলে সাথে সাথে উক্ত আইনটি আন্তর্জাতিক আইনের সাথে যতটুকু সাংঘর্ষিক

ততটুকু আপনাআপনি বাতিল ও অকার্যকর হয়ে পড়ে। অস্পষ্টতা দুরীকরণের নিমিত্তে এবং স্থানীয় জনগণের সঠিক আইনগত সহায়তা স্বরূপ অনুস্বাক্ষরকৃত দেশসমূহ অতি দ্রুততার সাথে আন্তর্জাতিক আইনের সাথে স্থানীয় আইনের সাংঘর্ষিক অংশগুলো আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বাতিল করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

যদি স্থানীয় আইনের উপর আন্তর্জাতিক আইনের প্রাধান্য নাই থেকে থাকে তাহলে রাষ্ট্র কর্তৃক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি বা দলিলে অনুসমর্থন করার কি কোন কারণ থাকতে পারে? আন্তর্জাতিক আইন পরিপালনের নিমিত্তে স্থানীয় আইন আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী প্রণয়ন ও সংশোধন করা প্রত্যেক অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্রের আইনগত দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আন্তর্জাতিক আইনের লংঘনের কারণে রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রকার নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়তে হয়। ফলে উক্ত লংঘনকারী রাষ্ট্র আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় কোন একক রাষ্ট্র এককভাবে তথা বিচ্ছিন্নভাবে এক মুহূর্তও চলতে পারে না। সুতরাং যেহেতু কোন একক রাষ্ট্র বিচ্ছিন্নভাবে চলতে পারেনা, সেহেতু তাকে অতি অবশ্যই আন্তর্জাতিক চুক্তি, দলিল এবং আইন কানুন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করতে হয়। তা না হলে আন্তর্জাতিকভাবে উক্ত রাষ্ট্রটি একঘরে হয়ে যাবে। সে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি জনগণ সার্বিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জাতিসংঘ কর্তৃক ***International Covenant On Civil and Political Rights (adopted and open for signature and accession assembly resolution 2200-A XXI 16 December-1966)*** *নামক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলটি ১৯৭৬ সালে ২৩শে মার্চ অনুচ্ছেদ ৪৯ মোতাবেক* ***entry into force*** *তথা কার্যকর হয় এবং বাংলাদেশ ৬ই সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে এতে অনুস্বাক্ষর করে। উক্ত অঙ্গীকারের ধারা ১১ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ*

> ***"Article 11. No one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfill a contractual obligation."***

উপরিল্লিখিত দলিলে স্বাক্ষরের সময় বাংলাদেশ ঘোষণায় বলেছে যে, "Article-11: Article 11 Pending that "no one shall be imprisoned merely on the ground of inability of fulfill a contractual obligations" is generally in conformity with the Constitutional and legal provisions in Bangladesh, expect in some very exceptional circumstances, where the law provides for civil imprisonment in case of willful default in complying with a decree. The Government of People's Republic of Bangladesh will apply this Article in accordance with its existing Municipal law. "

অঙ্গীকারের অনুচ্ছেদ ১১ মোতাবেক একজন ব্যক্তিকে তার contractual obligation তথা চুক্তিগত দায় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য কারাগারে প্রেরণ করা যাবেনা।

বাংলাদেশ ২০০০ সালে অঙ্গীকারটিতে স্বাক্ষর করার ২২ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। দীর্ঘ ২২ বৎসর যাবৎ অঙ্গীকারটি কার্যকরী হচ্ছে না, যা আমাদের সংবিধান প্রদত্ত রাষ্ট্রের অন্যতম নীতির পরিপন্থী। এটি আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের সম্মান, ভাবমূর্তী ক্ষুণ্ন করছে। ফলশ্রুতিতে, অর্থনীতি 'উন্নত দেশের' সমপর্যায়ে যেতে ব্যর্থ হবে।

<u>আন্তর্জাতিক আইন এবং আমাদের সংবিধান।</u>

৩০ লক্ষ বাঙ্গালীর আত্মত্যাগের বিনিময়ে এবং ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম এর বিনিময়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী স্বাধীনতার স্থপতি জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে গণপরিষদের ৩০৪ জন সদস্যের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠতম সংবিধান তথা আমাদের বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৫ অনুযায়ী বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অন্যতম নীতি হল আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা তথা সম্মান প্রদান তথা তা অনুসরণ ও মান্য করা। এছাড়াও, জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা তথা সম্মান

প্রদর্শন করা তথা অনুসরন করা তথা মেনে চলাও অনুচ্ছেদ ২৫ মোতাবেক রাষ্ট্রের অন্যতম নীতি। জাতিসংঘের সকল সনদে বর্নিত নীতি সমূহের প্রতি শ্রদ্ধা তথা সম্মান প্রদর্শন করা রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি। সুতরাং বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি যদি কোন আন্তর্জতিক দলিলে কিংবা অঙ্গীকারে কিংবা চুক্তিতে কিংবা আইনে স্বাক্ষর করে তাহলে বাংলাদেশ তা অতি অবশ্যই অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে এবং সংবিধান মোতাবেক পালন করতে বাধ্য।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২ মোতাবেক আইন আনুযায়ী ব্যতিত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না।

কোন ব্যক্তিকে তার ব্যক্তি স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করা অনুচ্ছেদ ৩২ এর পরিপন্থী। চুক্তিভুক্ত দায় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার কারণে তথা চুক্তিগত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার কারণে কোন ব্যক্তিকে কারাবন্দি রাখা বা জেলে রাখা উক্ত ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণের নামান্তর, তথা মৌলিক অধিকার হরণ।

চুক্তিগত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার কারণে ব্যক্তির সহায় সম্পত্তি বিক্রি করে সংশ্লিষ্ট দায় আদায় করাই ন্যায় সঙ্গত প্রক্রিয়া। কিন্তু চুক্তিগত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সকল সহায় সম্পত্তি বিক্রয় করে যখন তিনি কপর্দকহীন তথা নিঃস্ব হয়ে পড়েন তখন একজন ব্যক্তিকে তার অবশিষ্ট চুক্তি থেকে উদ্ভুত দেনা পরিশোধের নিমিত্তে কারা অন্তরালে প্রেরণ মানবাধিকারের পরিপন্থী।

The Negotiable Instrument Act, 1881 *আইনটি একটি দেওয়ানী আইন।*

The Negotiable Instrument Act, 1881 *আইনটি ১৮৮১ সালে একটি দেওয়ানী প্রকৃতির আইন হিসেবে প্রণীত হয় এবং এটি এখনও একটি দেওয়ানী প্রকৃতিরই আইন। আজ থেকে ১৪১ বছর আগে আইনটি প্রণীত হয়েছিল। এর মধ্যে ১১৩ বছর পর্যন্ত তথা ১৯৯৪ সালে আইনটি সংশোধনের পূর্ব পর্যন্ত আইনটিতে কোন দন্ড তথা সাজা তথা জেল তথা কারাবন্দি রাখার কোন বিধান ছিল না।*

*১৯৯৪ সালে আইনটি সংশোধনের পূর্ব পর্যন্ত তথা ১১৩ বছর সময়ের মধ্যে চেক প্রত্যাখানের বিষয়টি দেওয়ানী কার্যবিধি ১৮৭৭, পরবর্তীতে ১৮৮২ এবং সর্বশেষ ১৯০৮-এ বর্ণিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি হতো এবং এখনও চেক গ্রহীতার এ অধিকার সংরক্ষিত। গ্রহীতা ইচ্ছা করলে দেওয়ানী কার্যবিধি অনুযায়ী মোকদ্দমাটি দেওয়ানী আদালতে দায়ের করতে পারেন। ধারা ১৩৮ এর উপধারা (৩)-এ বলা হয়েছে যে, "**Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), the holder of the cheque shall retain his right to establish his claim through civil Court if whole or any part of the value of the cheque remains unrealised.**"*

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় দেওয়ানী কার্যবিধির ১৯০৮ এর Order XXXVII Rule 1-7 নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

1. *This Order shall apply only to the [High Court Division] and to the District Court.*

2. *(1) All suits upon bills of exchange, hundies or promissory notes may, in case the plaintiff desires to proceed hereunder, be instituted by presenting a plaint in the form prescribed; but the summons shall be in Form No. 4 in Appendix B or in such other form as may be from time to time prescribed.*

(2) In any case which the plaint and summons are in such forms, respectively, the defendant shall not appear or defend the suit unless he obtains leave from a Judge as hereinafter provided so to appear and defend; and, in default of his obtaining such leave or of his appearance and defence in pursuance thereof, the allegations in the plaint shall be deemed to be admitted, and the plaintiff shall be entitled to a decree-

[(a) for the principal sum due on the instrument and for interest calculated

in accordance with the provisions of section 79 or section 80, as the case may be, of the Negotiable Instruments Act, 1881, up to the date of the institution of the suit, or for the sum mentioned in the summons, whichever is less, and for interest up to the date of the decree at the same rate or at such other rate as the Court thinks fit; and

(b) for such subsequent interest, if any, as the Court may order under section 34 of this Code; and

(c) for such sum for costs as may be prescribed:

Provided that, if the plaintiff claims more than such fixed sum for costs, the costs shall be ascertained in the ordinary way.

(3) A decree passed under this rule may be executed forthwith.]

3. *(1) The Court shall, upon application by the defendant, give leave to appear and to defend the suit, upon affidavits which disclose such facts as would make it incumbent on the holder to prove consideration, or such other facts as the Court may deem sufficient to support the application.*

(2) Leave to defend may be given unconditionally or subject to such terms as to payment into Court, giving security, framing and recording issues or otherwise as the Court thinks fit.

4. *After decree the Court may, under special circumstances, set aside the decree, and if necessary, stay or set aside execution, and may give leave to the defendant to appear to the*

summons and to defend the suit, if it seems reasonable to the Court so to do, and on such terms as the Court thinks fit.

5. *In any proceeding under this Order the Court may order the bill, hundi or note on which the suit is founded to be forthwith deposited with an officer of the Court, and may further order that all proceedings shall be stayed until the plaintiff gives security for the costs thereof.*

6. *The holder of every dishonoured bill of exchange or promissory note shall have the same remedies for the recovery of the expenses incurred in noting the same for non-acceptance or non-payment, or otherwise, by reason of such dishonour, as he has under this Order for the recovery of the amount of such bill.*

7. *Save as provided by this Order, the procedure in suits hereunder shall be the same procedure in suits instituted in the ordinary manner.*

পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর ***Act No. XIX of 1994*** *দ্বারা* ***The Negotiable Instrument Act, 1881*** *আইনটির* ***"Notaries Public"*** *শিরোনামে* ***Chapter XVIII*** *এর পরিবর্তে* ***"On Penalties in case of dishonour of certain cheques for insufficiency of funds in the account"*** *শিরোনামে নতুন* ***Chapter XVIII*** *প্রতিস্থাপন করা হয়।*

এই প্রতিস্থাপনের ফলে দেওয়ানী কার্যবিধির ১৯০৮ এর ***Order XXXVII*** *বাতিল কিংবা অকার্যকর করা হয়নি।*

সুতরাং এটা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় যে, ***The Negotiable Instrument Act, 1881*** *একটি দেওয়ানী প্রকৃতির আইন ছিল এবং এখনও আছে। চেক গ্রহীতা ইচ্ছা করলে এখনও এ বিষয়টি দেওয়ানী আদালতে বিচারের*

জন্য দাখিল করে প্রতিকার প্রার্থনা করতে পারেন। এছাড়াও, ধারা ১৩৮-এ বর্ণিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে চেক গ্রহীতাকে দেওয়ানী আদালতেই টাকা আদায়ের নিমিত্তে মামলা দায়ের করতে হয়।

শুধুমাত্র একটি মাত্র ধারায় দন্ডের বিধান সংযুক্তির মাধ্যমে একটি দেওয়ানী আইন দন্ডবিধির অন্তর্ভুক্ত হয় না। সুতরাং এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, **The Negotiable Instrument Act, 1881** আইনটি এখনও সম্পূর্ণরূপে একটি দেওয়ানী প্রকৃতিরই আইন।

উন্নত বিশ্বসহ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে এটি দেওয়ানী প্রকৃতির মোকদ্দমা। অষ্ট্রেলিয়ায় চেক প্রত্যাখানের বিষয়টি দেওয়ানী প্রতিকার। দেওয়ানী মোকদ্দমা দাখিলের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়। **United Kingdom** তথা ইংল্যান্ডে **The bill of exchange Act, 1882** এর আওতায় দেওয়ানী মোকদ্দমা দাখিলের বিষয়ে বলা হয়। সিঙ্গাপুরে কোন প্রকার দন্ডের ব্যবস্থা নেই। এটিকে দেওয়ানী দায় হিসাবে দেখা হয়। ফ্রান্সে এই চেক প্রত্যাখ্যানের বিষয়কে **The Factorial central cheque** এর আওতায় দেখা হয় যাতে একের অধিক প্রত্যাখ্যাত চেক ইস্যুকারী পরবর্তী ৫ বৎসরের জন্য চেক ইস্যু করার অধিকার হারান। কিন্তু কোন দন্ড প্রদান করা হয় না।

স্বীকৃতমতেই এ ধারাটি আধা ফৌজদারী তথা **Quashi Criminal,** ফৌজদারী অপরাধ তথা **Criminal offence** নয়।

যেহেতু **The Negotiable Instrument Act, 1881** এর ১৩৮ ধারা কোন **Penal Provision** নয় এবং এটি দন্ডবিধিরও কোন অংশ নয় এবং যেহেতু এটি আধা ফৌজদারী তথা **Quashi criminal;** সেহেতু এটি ফৌজদারী অপরাধ নয়।

যেহেতু **The Negotiable Instrument Act, 1881**-এ ধারা ১৩৮ এর অপরাধকে অ-আপোষযোগ্য বা **Non Compoundable** বলা হয় নাই সেহেতু এটি আপোষযোগ্য।

ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৩৪৫(১)-এ বলা হয়েছে যে, "The offences punishable under the sections of the Penal Code specified in the first two columns of the table next following may be compounded by the persons mentioned in the third column of that table" উপরিল্লিখিত ধারা ৩৪৫ এর উপধারা ১ এর সহজ সরল পাঠে এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, ধারা ৩৪৫(১) কেবলমাত্র দন্ডবিধির (Penal Code) আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহ তথা শুধুমাত্র দন্ডবিধিতে বর্ণিত শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৩৪৫ উপধারা (৭)-এ বলা হয়েছে যে, "No offence shall be compounded except as provided by this section"। এখানে 'offence' বা 'অপরাধ' বলতে দন্ডবিধিতে বর্ণিত অপরাধসমূহকে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ধারা ১৩৮ দন্ডবিধির কোন ধারা নয় সেহেতু ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৩৪৫ The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ধারা ১৩৮ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

অপরদিকে The Negotiable Instrument Act, 1881 আইনটি যেহেতু একটি দেওয়ানী প্রকৃতির আইন, সেহেতু এটি অবশ্যই আপোষযোগ্য। অত্র ধারায় আপোষযোগ্য কথাটি লেখা থাকলে সকলের বুঝতে সহজ ও সুবিধা হতো। সে কারণেই আইন কমিশন ২০১০ সালে এটিকে আপোষযোগ্য করার সুপারিশসহ আরও কিছু সংশোধন-সংযোজন করে সরকার এর নিকট প্রতিবেদন পাঠায়। অতঃপর দীর্ঘ দশ বৎসর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে কোন পদক্ষেপ নেয় নাই। আইন কমিশনের রিপোর্টের দীর্ঘ দশ বৎসর পর The Negotiable Instrument Act, 1881-কে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে "বিনিময় যোগ্য দলিল আইন, ২০২০" প্রণয়ন করে বিল আকারে পেশ করা হয়। কিন্তু কি এক অজানা কারণে উক্ত বিলটি এখনও আইনে পরিণত হয় নাই। উক্ত বিলেও এটিকে আপোষযোগ্যই বলা হয়েছে।

আইন কমিশন কর্তৃক বিগত ইংরেজী ০৫.১০.২০১০ তারিখের প্রতিবেদন নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

বিল নং ..., ২০১০

Negotiable Instruments Act, 1881 (Act No. XXVI of 1881)-এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু Negotiable Instruments Act, 1881 (Act No. XXVI of 1881) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়--

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ–

*১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।–(ক) এই আইন Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2010 নামে অভিহিত হইবে।*

(খ) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। Act No. XXVI of 1881 এর section 138 এর সংশোধন।- Negotiable Instruments Act, 1881 (Act No. XXVI of 1881), অতঃপর Act বলিয়া উল্লিখিত, এর section 138-এর

(ক) subsection (1) after the words "out of that account" the words, "for the discharge, in whole or in part, of any debt or other liability" and after the words, 'with fine which may extend to' the word, "twice" shall be substituted.

(খ) sub-section (3) -এর পর নিম্নরূপ sub-section (4) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

(4) The Court shall, in respect of every proceeding under this Chapter, on production of bank's slip or memorandum having thereon the official mark denoting that the cheque has been dishonoured, presume the fact of dishonour of such cheque, unless and until such fact is disproved."

৩। Act-এর section 141-এর clause (b) ও clause (c)-এর সংশোধন।

উক্ত Act-এর section 141-এর Clause (b)-এর পর একটি Proviso ও (c) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"Provided that the cognizance of a complaint may be taken by the Court after

the prescribed period, if the complainant satisfies the Court that he had sufficient cause for not making a complaint within such period.

(c) no court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or Judicial Magistrate of the first class shall try any offence punishable under section 138."

৪। Act-এর section 141-এর পর নতুন sections 142 ও 143 এর সংযোজন।-

উক্ত Act এর section 141-এর পর নিম্নরূপ নতুন sections 142 ও 143 সংযোজিত হইবে, যথঃ-

"142. ***Power of Court to try cases summarily****–(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) all offences under this Chapter shall be tried by Metropolitan Magistrate or Judicial Magistrate of the first class and the provisions of sections 260 to 265 (both inclusive) of Chapter XXII of the said Code shall, as far as may be apply to such trials:*

Provided that in case of any conviction in a summary trial under this section, it shall be lawful for the Magistrate to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding one year and an amount of fine not exceeding ten thousand taka:

Provided further that when at the commencement of, or in the course of a summary trial under this section, it appears to the Magistrate that the nature of the case is such that a sentence of imprisonment for a term exceeding one year may have to be passed or that it is, for any other reason, undesirable to try the case summarily, the Magistrate shall after hearing the

parties, record an order to that effect and thereafter recall any witness who may have been examined and proceed to hear or rehear the case in the manner provided by the said Code.

(2) The trial of a case under this section shall, in the interest of justice, be continued day to day until its conclusion, unless the Court finds the adjournment of the trial beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded in writing.

(3) Every trial under this section shall be conducted expeditiously and concluded within six months from the date of filing of the complaint.

(4) The Court passing the sentence shall be empowered to take action for the recovery of the fine under section 386 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898).

143. ***Offences to be compoundable and bailable****: Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) every offence punishable under this Act shall be compoundable and bailable.*

বিনিময় যোগ্য দলিল আইন, ২০২০ নামক আইনের 'বিলটি' নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

খসড়া বিল

The Negotiable Instruments Act, 1881(Act No. XXVI OF 1881)
রহিতক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া নূতনভাবে প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত

বিল

যেহেতু ***The Negotiable Instruments Act, 1881(Act No. XXVI OF 1881)*** *রহিতক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া নূতনভাবে প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;*

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।- *(১) এই আইন বিনিময়যোগ্য দলিল আইন, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।*

(২)ইহা অবিলম্বে সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হইবে।

১ক। আইনের প্রয়োগ।-*সকল বিনিময়যোগ্য দলিল এই আইনের বিধানসমূহের দ্বারা পরিচালিত হইবে। এই আইনের পরিপন্থি অন্য কোন বিধি বা রীতি-নীতি বিনিময়যোগ্য দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।*

৩। ব্যাখ্যা-দফা।-*বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-*

(ক) "উপযোজক পক্ষ (Accommodation Party)" বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি, মূল্য গ্রহণ না করিয়া এবং অন্য কাউকে তাহার নাম ব্যবহার করিতে দেওয়ার উদ্দেশ্যে, কোন বিনিময়যোগ্য দলিলে প্রস্তুতকারক, আদেশকর্তা, সম্মতিদাতা, অথবা স্বত্বার্পণকারী হিসাবে স্বাক্ষর করেন;

(খ) "ব্যাংকার (Banker)" অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি ঋণ প্রদান কিংবা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে, জনসাধারণের নিকট হইতে চেক, ড্রাফট, আদেশ বা অন্য কোন উপায়ে চাহিবা মাত্র অথবা অন্য কোন শর্তে, পরিশোধ্য আমানত গ্রহণ করেন, এবং ডাকঘর সঞ্চয়ী ব্যাংক উহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(গ) "বাহক (Bearer)" অর্থ এমন একজন ব্যক্তি যিনি বিনিময় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন বিনিময়যোগ্য দলিলের ধারক হইবেন, যাহা বাহককে পরিশোধ্য;

(ঘ) "প্রদান (Delivery)" অর্থ বিনিময়যোগ্য দলিলের অধিকার এক ব্যক্তির নিকট হইতে অন্য ব্যক্তির নিকট প্রকৃতভাবে বা পরোক্ষভাবে হস্তান্তর;

(ঙ) "ইস্যু (Issue)" অর্থ পূর্ণাঙ্গরূপে প্রস্তুতকৃত একটি অংগীকার পত্র, বিনিময় বিল বা চেকের প্রথম প্রদান(Delivery), যাহা কোন ব্যক্তি ধারক হিসাবে গ্রহণ করেন;

(চ) অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক সম্পর্কিত "মৌলিক রদবদল (Material Alteration)",বলিতে তারিখ, পরিশোধ্য অংক, পরিশোধের সময়, পরিশোধের স্থান এর যে কোন পরিবর্তনকে বুঝাইবে, এবং যেইক্ষেত্রে এই জাতীয় দলিল সাধারণভাবে গৃহীত হইয়াছে সেইক্ষেত্রে সম্মতিদাতার (Acceptor) সম্মতি ব্যতিরেকে দলিলে পরিশোধের স্থান সংযোজনকেও বুঝাইবে; এবং

(ছ) "নোটারি পাবলিক (Notary Public)" বলিতে এই আইনের অধীন নোটারি পাবলিক এর দায়িত্ব পালনার্থে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি, এবং নোটারি অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর অধীন নিযুক্ত কোন নোটারিকে বুঝাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল এবং চেক

৪। অঙ্গীকারপত্র।-*"অঙ্গীকারপত্র (promissory note)" হইল, ব্যাংক নোট বা সরকারি নোট ব্যতীত, লিখিত এবং প্রস্তুতকারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত এমন একটি শর্তহীন অঙ্গীকার যাহার দ্বারা চাহিবামাত্র বা নির্ধারিত সময়ে বা নিরূপণযোগ্য কোন ভবিষ্যত সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা তাঁহার নির্দেশে অপর নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা উহার বাহককে পরিশোধের প্রতিশ্রু তি প্রদান করা হয়।*

উদাহরণ:

নিম্নলিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে 'ক' দলিলসমূহ স্বাক্ষর করেন:

(ক) "আমি 'খ'-কে বা তাঁহার আদিষ্ট ব্যক্তিকে ৫০০ টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছি।"

(খ) "আমি এই মর্মে স্বীকার করিতেছি যে, মূল্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে আমি 'খ'-এর নিকট ১,০০০ টাকা ঋণী, যাহা চাহিবামাত্র পরিশোধ করিব।"

(গ) "জনাব 'খ', আমি আপনার নিকট ১,০০০ টাকা ঋণী।"

(ঘ) "আমি 'খ' কে ৫০০ টাকা সহ অন্যান্য ভবিষ্যত পাওনা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছি।"

(ঙ)"আমি 'খ' কে, প্রথমত: তাহার নিকট আমার পাওনা সমন্বয়পুর্বক, ৫০০ টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছি।"

(চ) "আমি 'গ' এর সহিত আমার বিবাহের ৭ দিন পর, আমি 'খ' কে ৫০০ টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছি।"

(ছ) "'ঘ' এর মৃত্যুতে আমি 'খ'-কে ৫০০ টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছি, যদি 'ঘ' এইরূপ পরিশোধের জন্য আমার নিকট পর্যাপ্ত অর্থ রাখিয়া যান।"

(জ) "আমি আগামী ১লা জানুয়ারিতে 'খ'-কে ৫০০ টাকা এবং আমার কালো ঘোড়াটি প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছি।"

এখানে (ক) ও (খ) এ বর্ণিত দলিলাদি অঙ্গীকারপত্র। (গ), (ঘ), (ঙ), (চ), (ছ) ও (জ) এ বর্ণিত দলিলাদি অঙ্গীকারপত্র নহে।

৫। বিনিময় বিল।- *"বিনিময় বিল (bill of exchange)" হইল প্রস্তুতকারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং শর্তহীন আদেশ সম্বলিত এমন একটি লিখিত দলিল, যাহা আদিষ্ট (Drawee) ব্যক্তিকে এই নির্দেশনা প্রদান করে যে, তিনি অপর কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা তাঁহার আদেশে অন্য কাউকে অথবা দলিলটির বাহককে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ চাহিবামাত্র বা কোন নির্ধারিত বা নিরূপণ যোগ্য কোন ভবিষ্যত সময়ে পরিশোধ করিবেন।*

এই ধারা এবং ধারা ৪ এর অধীনে কোন প্রতিশ্রুতি বা আদেশ এই কারণে 'শর্তযুক্ত' হইবে না যে, কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা এর কোন কিস্তি পরিশোধের সময়কাল, কোন নির্দিষ্ট ঘটনা, যাহা মানুষের স্বাভাবিক প্রত্যাশায় ঘটিবে বলিয়া নিশ্চিত তাহা ঘটিবার নির্ধারিত মেয়াদকাল অতিক্রান্ত হইবার পর, নির্ধারিত হইয়াছে, যদিও এইরূপ ঘটনা ঘটিবার সময়কাল অনিশ্চিত।

এই ধারা এবং ধারা ৪ এর অধীনে পরিশোধ্য অর্থেও পরিমাণ "নির্দিষ্ট" হইবে যদিও ইহা ভবিষ্যত সুদ অন্তর্ভুক্ত করে বা ইহা একটি নির্দেশিত বা প্রচলিত বিনিময় হারে বা নির্ধারিত কিস্তিতে পরিশোধ্য হয় এবং এমন শর্ত অন্তর্ভুক্ত থাকে যে, এক বা একাধিক কিস্তি বা সুদ পরিশোধের ব্যর্থতায় সম্পূর্ণ বা অপরিশোধিত অর্থ বকেয়া হইবে।

যদি অভীষ্ট ব্যক্তিকে অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল (bill of exchange) এর মাধ্যমে যুক্তিসংগতভাবে চিহ্নিতকরা যায়, এই ধারা এবং ধারা ৪ এর মর্মানুযায়ী, তিনি হইবেন "নির্দিষ্ট ব্যক্তি", যদিও তাহাকে ভুল নামে অভিহিত করা বা শুধু বর্ণনার মাধ্যমে নির্দেশ করা হইয়াছে ।

অত্র ধারার অধীনে, একটি নির্দিষ্ট তহবিল হইতে অর্থ প্রদানের আদেশ শর্তহীন হইবে না; কিন্তু অর্থ প্রদানের একটি অনুপযুক্ত আদেশ শর্তহীন হইবে, যদি তাহাতে নিম্নোক্ত বিষয়যুক্ত থাকে-

(ক) একটি নির্দিষ্ট তহবিল হইতে আদিষ্ট (Drawee) নিজের দাবী আদায় করিবে বা একটি নির্দিষ্ট হিসাবে জমা করিবে এই নির্দেশনা, অথবা

(খ) কোন লেনদেনের বিবরণী যাহা অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিলের দাবীকে দৃঢ় করে।

যেই ক্ষেত্রে বিনিময় বিলের প্রাপক একজন কল্পিত বা অস্তিত্বহীন ব্যক্তি হন, সেই ক্ষেত্রে বিনিময় বিলটি বাহককে পরিশোধযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হইতে পারে।

৬। চেক।- চেক (cheque) হইতেছে নির্দিষ্ট ব্যাংকার এর উপর নির্দেশিত একটি বিনিময় বিল যাহা পরিশোধের জন্য উপস্থাপিত হইলেই কেবল পরিশোধযোগ্য হইবে। ট্রাংকেটেড (Truncated) চেক এবং ইলেকট্রনিক (Electronic) চেকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

(ক) ইলেকট্রনিক চেক বলিতে চেকের উভয় পৃষ্ঠের ধারণকৃত ডিজিটাল প্রতিরূপ এবং ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের ক্ষেত্রে ন্যূনতম নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এমন একটি সুরক্ষিত সিস্টেমে তৈরিকৃত, লিখিত এবং স্বাক্ষরিত চেককে বুঝাইবে।

(খ) ট্রাংকেটেড চেক অর্থ কোন চেক যাহা নিকাশ ঘর বা পরিশোধ গ্রহণকারী বা প্রদানকারী ব্যাংকের মাধ্যমে নিকাশ চক্রে প্রক্রিয়াকালে চেকটির ইলেকট্রনিক প্রতিচ্ছবি সৃষ্টির দ্বারা লিখিত চেকটির বাস্তব স্থানান্তর প্রতিস্থাপিত হয়।

৭। আদেশকর্তা, আদিষ্ট, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আদিষ্ট, সম্মতিদাতা, সম্মানার্থে সম্মতিদাতা, প্রাপক।- বিনিময় বিল বা চেকের প্রস্তুতকারক "আদেশকর্তা" (drawer) বলিয়া অভিহিত হইবেন; উহার মাধ্যমে পরিশোধের জন্য আদেশকৃত ব্যক্তি "আদিষ্ট" (drawee) বলিয়া অভিহিত হইবেন।

কোন বিলে অথবা উহার স্বত্বার্পণ (indorsement) প্রয়োজনে ব্যবহারের নিমিত্তে আদিষ্ট ব্যক্তির অতিরিক্ত হিসেবে কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ থাকিলে তিনি "প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আদিষ্ট" (Drawee in case of need) বলিয়া অভিহিত হইবেন।

একটি বিলে অথবা বিলের একাধিক অংশের ক্ষেত্রে উহার অংশ বিশেষের উপর নির্দেশিত ব্যক্তি সম্মতিসূচক স্বাক্ষর করিলে এবং বিলের ধারককে অথবা তাহার পক্ষে কোন ব্যক্তিকে উহা প্রদান (Delivery) করিলে বা স্বাক্ষরের বিষয়ে অবহিত করা হইলে, উক্ত নির্দেশিত ব্যক্তি "সম্মতিদাতা" (Acceptor) বলিয়া অভিহিত হইবে।

যখন কোন একটি বিনিময় বিলে,অসম্মতি প্রদান কিংবা অধিকতর নিরাপত্তা বিধানের কারণে,লিপিবদ্ধকরণ বা আপত্তি প্রদান করা হয়, তখন কোন ব্যক্তি যিনি আদেশকর্তার (Drawer) অথবা যে কোন স্বত্বার্পণকারীর (indorser) সম্মানার্থে আপত্তিতে সম্মতি প্রদান করিয়া থাকেন, তিনি "সম্মানার্থে সম্মতিদাতা" (Acceptor for honour) বলিয়া অভিহিত হইবেন।

দলিলের উপর লিপিবদ্ধ ব্যক্তি, যাহাকে বা যাহার নির্দেশে দলিলটির মাধ্যমে অর্থ পরিশোধের নির্দেশনা থাকে তাহাকে "প্রাপক" বলিয়া অভিহিত করা হইবে।

৮। ধারক।-কোন অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক-এর "ধারক" বলিতে উহার প্রাপক বা স্বত্বার্পিত ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনিউহার দখলে থাকেন কিংবা উহার বাহক হন, কিন্তু বেনামদারের মাধ্যমে সুফলভোগী স্বত্বাধিকারী এই সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

ব্যাখ্যা: যেইক্ষেত্রে একটি অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময়বিল বা চেক হারাইয়া যায় এবং তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, বা বিনষ্ট হয়, এইরূপ হারানো বা বিনষ্টকালীন সময়ের দখলদার বা বাহক ধারাবাহিকভাবে ধারক হিসেবে গণ্য হইবেন।

৯। যথাবিহিত ধারক।-*"যথাবিহিত ধারক" বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি, যাহার নিকট হইতে স্বত্ব লাভ করিয়াছেন তাহার স্বত্বের ত্রুটি সম্পর্কে অবগত না হইয়া, মেয়াদোত্তীর্ণের পূর্বেই,পণের বিনিময়ে বাহককে পরিশোধ্য কোন অঙ্গীকারনামা, বিনিময় বিল বা চেকের অধিকারী হন, অথবা কোন অঙ্গীকারনামা, বিনিময় বিল বা চেকের প্রাপক বা স্বত্বার্পিত রহেন, যাহা তাহার আদেশে পরিশোধ্য।*

ব্যাখ্যা - এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একজন ব্যক্তির অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেকের স্বত্ব ত্রুটিপূর্ণ হইবে যখন তিনি ধারা ৫৮ এর বিধানমতে উহার পাওনা অর্থ গ্রহণের অধিকারী না হন।

১০। যথাবিহীত পরিশোধ।*"যথাবিহীত পরিশোধ" বলিতেকোন দলিলে উল্লিখিত অর্থ পাইতে হকদার নন এইরূপ বিশ্বাস করিবার যে.ক্তিক কারণ না থাকিলে, সরল বিশ্বাসে এবং কোনরূপ অবহেলা ব্যতিরেকে, কোন ব্যক্তিকে দৃশ্যতঃ দলিলের মর্ম অনুসারে অর্থ পরিশোধ করাকে বুঝাইবে।*

১১। দেশীয় দলিল-*বাংলাদেশে লিখিত বা প্রস্তুতকৃত এবং বাংলাদেশে পরিশোধ্য বা ইহার কোন অধিবাসীর উপর লিখিত কোন অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেককে দেশীয় দলিল বলিয়া গণ্য হইবে।*

১২। বৈদেশিক দলিল-*এইরূপ দলিল যাহা উপরোক্তভাবে আদিষ্ট (Drawee), প্রস্তুতকৃত এবং পরিশোধ্য নয়, তাহা বৈদেশিক দলিল বলিয়া গণ্য হইবে।*

১৩। বিনিময়যোগ্য দলিল- *(১) "বিনিময়যোগ্য দলিল (negotiable instrument)" অর্থ অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক, যাহা উহার বাহককে বা আদেশমতে পরিশোধ্য।*

ব্যাখ্যা: (১)- কোন অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক পরিশোধ্য হইবে এইরূপ আদেশমতে, যেই আদেশ অনুরূপ পরিশোধের জন্য উল্লিখিত হয় অথবা যে আদেশ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে পরিশোধের জন্য উল্লিখিত থাকে এবং যেই আদেশ দলিলটির হস্তান্তর নিষিদ্ধকারী কোন শব্দ কিংবা এই অভিপ্রায়ের ঈঙ্গিতবাহী কোন শব্দাবলী ধারণ করিবে না।

ব্যাখ্যা: (২)- কোন অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক বাহককে পরিশোধ্য হইবে যদি উহাতে অনুরূপভাবে পরিশোধ্য মর্মে উল্লেখ থাকে বা উহাতে একমাত্র কিংবা শেষ স্বত্বার্পণটি (indorsement)শূণ্য জাতীয় স্বত্বার্পণ হয়।

ব্যাখ্যা: (৩) - যখন কোন অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক প্রস্তুতকালে বা স্বত্বার্পণকালে এমনভাবে উল্লেখ থাকে যে, ইহা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির আদেশে পরিশোধ্য কিন্তু তাহাকে পরিশোধ্য নহে, এরূপ সত্ত্বেও দলিলটি উক্ত ব্যক্তির ইচ্ছা মোতাবেক তাহাকে বা তাহার আদেশে পরিশোধ্য হইবে।

(২) কোন বিনিময়যোগ্য দলিল দুই বা ততোধিক প্রাপককে যে.থভাবে পরিশোধ্য অথবা বিকল্পভাবে দুই জনের মধ্যে যে কোন একজনকে অথবা অনেকজন প্রাপকের মধ্যে একজনকে অথবা কয়েকজনকে পরিশোধ্য হিসেবে প্রস্তুত করা যাইবে।

*১৪। **বিনিময়**।- যখন কোন অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক কোন ব্যক্তির নিকট এইরূপভাবে হস্তান্তর করা হয় যাহাতে ঐ ব্যক্তি উহার ধারকে পরিণত হন, তখন দলিলটি বিনিময়কৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।*

*১৫। **স্বত্বার্পণ**।- যখন একটি বিনিময়যোগ্য দলিলের (negotiable instrument) প্রস্তুতকারক বা ধারক বিনিময়ের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকারক ভিন্ন অন্যরূপে দলিলের পশ্চাতে বা সম্মুখে বা সংযুক্ত কাগজে স্বাক্ষর করেন, অথবা একই উদ্দেশ্যে একটি ষ্টাম্পযুক্ত কাগজ বিনিময়যোগ্য দলিল হিসেবে তৈরী করিবার নিমিত্তে স্বাক্ষর করেন, তখন তিনি দলিলটির স্বত্বার্পণ (indorsement) করিয়াছেন মর্মে বিবেচিত হইবে এবং তাহাকে "স্বত্বার্পণকারী" বলা হইবে।*

*১৬। **শূণ্য স্বত্বার্পণ, পূর্ণ স্বত্বার্পণ, স্বত্বার্পিত**।-(১) যদি স্বত্বার্পণকারী কেবল তাহার নাম স্বাক্ষর করেন তাহা হইলে উহাকে "শূণ্য স্বত্বার্পণ" এবং যদি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা তাহার আদেশে দলিলের অর্থ পরিশোধের আদেশসহ স্বাক্ষর করেন তাহা হইলে উহাকে "পূর্ণ স্বত্বার্পণ" এবং উক্ত নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দলিলটির "স্বত্বার্পিত" (Indorsee) বলা হইবে।*

(২) প্রাপক সম্পর্কিত এই আইনের বিধানবলী, প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ, স্বত্বার্পণগ্রহীতা এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

*১৭। **দ্ব্যর্থক দলিল**।-যেইক্ষেত্রে একটি দলিলকে, অঙ্গীকারপত্র কিংবা বিনিময় বিল, যেকোন রূপে চিহ্নিত করা যায়, সেইক্ষেত্রে উহার ধারক নিজ ইচ্ছানুযায়ী যে কোন রূপে উহা ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং তৎপরবর্তীতে দলিলটি সেইরূপে গণ্য হইবে।*

*১৮। **যেখানে দলিলের মূল্যমান অংকে এবং কথায় ভিন্নরূপে উল্লিখিত**।- দলিলে অঙ্গীকারকৃত বা পরিশোধের জন্য আদেশকৃত মূল্যমান, অংকে এবং কথায় ভিন্নরূপে উল্লেখ থাকিলে, কথায় উল্লিখিত মূল্যমানই অঙ্গীকারকৃত বা পরিশোধের জন্য আদেশকৃত মূল্যমান বলিয়া বিবেচিত হইবে।*

তবে শর্ত থাকে যে, কথায় উল্লিখিত মূল্যমান দ্ব্যর্থক বা অনির্দিষ্ট হইলে, অংকে উল্লিখিত পরিমাণ দ্বারা পরিশোধ্য মূল্যমান নির্ধারণ করিতে হইবে।

*১৯। **চাহিবামাত্র পরিশোধ্য দলিল**।- কোন অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল (bill of exchange)চাহিবামাত্র পরিশোধ্য হইবে,-*

(ক) যদি উহাতে চাহিবামাত্র কিংবা দর্শনমাত্র কিংবা উপস্থাপিত হইলে পরিশোধ্য এইরূপ উল্লেখ থাকে; বা

(খ) যদি উহাতে পরিশোধের কোন সময় উল্লিখিত না থাকে; বা

(গ) সম্মতিদাতা (Acceptor) অথবা স্বত্বার্পণকারী (indorser) কর্তৃক, যদি কোন অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল পরিশোধ মেয়াদোত্তীর্ণ (Overdue) হইবার পর সম্মতিপ্রাপ্ত বা স্বত্বার্পিত হয়।

*২০। **স্ট্যাম্পকৃত অসম্পূর্ণ দলিল**।-(১) যখন কোন ব্যক্তি স্ট্যাম্প শুল্ক সম্পর্কিত আইন অনুযায়ী ধার্যযোগ্য স্ট্যাম্প সংযুক্তকরতঃ সম্পূর্ণরূপে ফাঁকা অথবা অসম্পূর্ণভাবে লিখিত কোন বিনিময়যোগ্য দলিল (negotiable instrument) যাহা কোন বিনিময়যোগ্য দলিলে তৈরী ও পরিণত করা যাইতে পারে, স্বাক্ষর করেন এবং অপর কাউকে প্রদান (Delivery) করেন, তিনি উক্ত স্বাক্ষর এবং প্রদানের মাধ্যমে দলিল গ্রহীতাকে দলিলটি লিখিয়া বা সম্পন্ন করিয়া,*

ক্ষেত্রমতে, উহাতে কোন মূল্য উল্লেখ না থাকিলে যে কোন মূল্যেও বা ষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মূল্যের দলিলে পরিণত করিবার প্রাথমিক অধিকার দিয়া থাকেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) এইরূপ দলিলে স্বাক্ষরকারী, উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, দলিল যে ভূমিকায় স্বাক্ষর করিয়াছেন সেই হিসাবে দলিলে উল্লিখিত বা পূরণকৃত পরিমাণ অর্থের জন্য যথাবিহীত ধারকের নিকট দায়ী থাকিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, যথাবিহীত ধারক ব্যতীত অন্য কেহ এইরূপ দলিলে স্বাক্ষরকারীর নিকট হইতে অভিপ্রেত অর্থের অধিক কোন-কিছু গ্রহণ করিবেন না।

(৩) এইরূপ দলিল কোন ব্যক্তির, যিনি সম্পন্নকরণের পূর্বেই পক্ষভুক্ত হইয়াছেন, বিরুদ্ধে সম্পন্নকরণের পর প্রয়োগযোগ্য করিতে হইলে ইহা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে এবং উহাতে প্রদত্ত কর্তৃত্ব অনুসারে পূরণ করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, দলিলটি সম্পাদনের পর যথাকালে ধারকের নিকট হস্তান্তরিত হইলে উহা ধারকের সকল উদ্দেশ্যে বৈধ ও কার্যকর হইবে, এবং তিনি উহা এমনভাবে কার্যকর করিতে পারিবেন যেন উহা প্রদত্ত কর্তৃত্ব অনুসারে এবং যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সঠিকভাবে পূরণ করা হইয়াছে ।

২১। "দর্শন মাত্র", " উপস্থাপনের পর", " দর্শনান্তে"।-"দর্শনান্তে" বলিতে, অঙ্গীকার পত্রের ক্ষেত্রে দর্শনের জন্য উপস্থাপনের পর, এবং, বিনিময় বিলের ক্ষেত্রে সম্মতির পর অথবা অসম্মতি লিপিবদ্ধকরণ বা অসম্মতিতে আপত্তি প্রদানের পর।

২১ক। চাহিবামাত্র পরিশোধ্য অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল মেয়াদোত্তীর্ণ হলে।-চাহিবামাত্র পরিশোধ্য অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল পরিশোধ মেয়াদোত্তীর্ণ (Overdue) হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে যদি ইহা দৃশ্যতঃ প্রতীয়মান হয় যে উহা অযৌক্তিকভাবে দীর্ঘ সময় অবধি প্রচলিত রহিয়াছে।

২১খ। কোন অঙ্গীকার পত্র বা বিল নির্ধারিত ভবিষ্যত সময়ে পরিশোধ্য।- এই আইনের অর্থ অনুসারে কোন অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল ভবিষ্যতে নির্ধারণযোগ্য সময়ে পরিশোধ্য হইবে যদি উহা নিম্নরূপে পরিশোধ্য হয়ঃ

(ক) কোন তারিখ বা দর্শনের পর কোন নির্ধারিত সময়ে, অথবা

(খ) কোন সুনিশ্চিত ঘটিতব্য ঘটনা সংঘটনের দিন বা সংঘটনের নির্দিষ্ট সময়কাল পর, যদিও উহা সংঘটনের সময়টি অনিশ্চিত।

২১গ। পূর্ব তারিখ এবং উত্তর তারিখ।-কোন ধরনের বেআইনী বা প্রতারণামূলক উদ্দেশ্য বা লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত না থাকিলে কেবল মাত্র তারিখ-পূর্ব (Anti-dated) বা তারিখ-উত্তর (Post-dated) হইবার কারণে কোন অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না।

২২। পূর্ণতার রেয়াদি দিবস।- অঙ্গীকার পত্র বা বিনিময় বিলের পূর্ণতা (Maturity) বলিতে ঐ তারিখকে বুঝাইবে যেই তারিখে উহা পরিশোধ্য হয়।

চাহিবামাত্র, দর্শনমাত্র বা উপস্থাপনমাত্র পরিশোধ্য বলিয়া আদেশকৃত হয় নাই, এমন কোন অঙ্গীকার পত্র বা বিনিময় বিল পরিশোধের জন্য যে দিবসে আদেশকৃত হইয়াছে তাহার পরবর্তী তৃতীয় দিবসে পূর্ণতা প্রাপ্ত (Matured) হইবে।

২৩। নির্দিষ্ট তারিখ বা দর্শনের কয়েক মাস অতিবাহিত হইবার পর পরিশোধ্য এমন কোন অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিলের পূর্ণতার তারিখ গণনা।-*কোন নির্দিষ্ট তারিখে বা উহা দর্শনের বা নির্দিষ্ট ঘটনা সংঘটনের নির্দিষ্ট সংখ্যক মাস অতিবাহিত হইবার পর পরিশোধ্য এমন কোন অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল পূর্ণতাপ্রাপ্ত (Matured) হইবে পরিশোধের জন্য নির্দিষ্ট মাসের ঐ দিনে যেইদিনটি এই দলিলের তারিখ কিংবা উহা দর্শন বা সম্মতির, বা অসম্মতির জন্য লিপিবদ্ধ, বা আপত্তি প্রদানের তারিখ বা যেই তারিখে নির্দিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে তাহার সাথে মিলিয়া যায়; অনুরূপভাবে দর্শনের নির্দিষ্ট সংখ্যক মাস অতিবাহিত হইবার পর পরিশোধ্য এমন কোন সম্মতিপ্রাপ্ত বিনিময় বিল সম্মতিপ্রাপ্তির দিবসেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে। পরিশোধের জন্য নির্দিষ্ট মাসে অনুরূপ কোন তারিখ না থাকিলে সেই মাসের শেষ দিন পূর্ণতাপ্রাপ্তির তারিখ হইবে।*

উদাহরণসমূহ

(ক) ২৯শে জানুয়ারি, ১৮৭৮ তারিখের কোন বিনিময়যোগ্য দলিল তারিখের একমাস পর পরিশোধ্য মর্মে আদিষ্ট (Drawee) হইল। ইহার পূর্ণতার (Maturity) তারিখ হইবে ২৮শে ফেব্রু য়ারী, ১৮৭৮ এর পরবর্তী তৃতীয় দিন।

(খ) ৩০শে আগষ্ট, ১৮৭৮ তারিখের কোন বিনিময়যোগ্য দলিল তারিখের তিন মাস পর পরিশোধ্য মর্মে আদিষ্ট হইল। ইহার পূর্ণতার (Maturity) তারিখ হইবে ৩রা ডিসেম্বর, ১৮৭৮।

(গ) ৩১শে আগস্ট, ১৮৭৮ তারিখের কোন বিনিময়যোগ্য দলিল (negotiable instrument) তিন মাস পর পরিশোধ্য মর্মে আদিষ্ট হইল। ইহার পূর্ণতার (Maturity) তারিখ হইবে ৩রা ডিসেম্বর, ১৮৭৮।

২৪। তারিখ বা দর্শনের পর পরিশোধ্য কোন বিল বা অঙ্গীকার পত্রের পূর্ণতার তারিখ গণনা।-*কোন অঙ্গীকার পত্র বা বিনিময় বিলের পূর্ণতার তারিখগণনার ক্ষেত্রে যখন দলিলটি উল্লিখিত তারিখের নির্দিষ্ট দিবসের পর বা উহা দর্শনের পর বা নির্দিষ্ট ঘটনার নির্দিষ্ট সময় পর পরিশোধ্য হিসাবে আদিষ্ট হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে উক্ত অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল যেই তারিখে সম্মতির জন্য বা দর্শনের জন্য উপস্থাপন করা হইয়াছিল বা যেই তারিখে অসম্মতির জন্য আপত্তি দেওয়া হইয়াছিল বা নির্দিষ্ট ঘটনাটি ঘটিয়াছিল, তাহা বাদ দিয়া পূর্ণতার তারিখ গণনা করিতে হইবে।*

২৫। পূর্ণতার তারিখ ছুটির দিন হইলে।-*অংগীকারপত্র বা বিনিময় বিলের মেয়াদপূর্তি সরকারী ছুটির দিনে হইলে উহা পরবর্তী কার্য দিবসে প্রদেয় বলিয়া গণ্য হইবে।*

ব্যাখ্যা- ছুটির দিন বলিতে সাপ্তাহিক ছুটিসহ সরকার কর্তৃক ঘোষিত দিবসগুলো অন্তর্ভুক্ত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
অঙ্গীকার পত্র, বিনিময় বিল এবং চেকের পক্ষবৃন্দ

২৬। অঙ্গীকারপত্র, ইত্যাদি প্রস্তুতযোগ্যতা, ইত্যাদি।- *আইনানুগ চুক্তিবদ্ধ হইবার ক্ষমতাসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে দায়বদ্ধ করিতে এবং কোন অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল অথবা চেক প্রস্তুত, আদেশ, সম্মতি, স্বত্বার্পণ (indorsement), প্রদান (Delivery) এবং বিনিময় এর দ্বারা নিজেকে আবদ্ধ করিতে পারেন।*

যেই ক্ষেত্রে এইরূপ দলিল নাবালক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃতকিংবা বিনিময়কৃত হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত প্রস্তুতকরণ, আদেশকরণ বাবিনিময় এর মাধ্যমে দলিলের ধারক নাবালক ব্যতীত সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন পক্ষের নিকট হইতে উহার মূল্য গ্রহণ করিতে এবং উহা কার্যকর করিতে অধিকারী হইবেন।

বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইন বলে প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত, অত্র আইনের কিছুতেই কোন কর্পোরেশনকে এইরূপ কোন দলিল প্রস্তুত, স্বত্বার্পণ বা সম্মতি প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হয় নাই।

২৭। প্রতিনিধিত্ব।- *প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি নিজেকে দায়বদ্ধ করিতে এবং কোন অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল অথবা চেক প্রস্তুত, আদেশ, সম্মতি, এবং বিনিময় এর দ্বারা নিজেকে আবদ্ধ করিতে ক্ষমতাসম্পন্ন, তিনি অনুরূপভাবে নিজেকে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে দায়বদ্ধ বা আবদ্ধ করিতে পারিবেন।*

ব্যবসায়িক লেনদেন এবং ঋণ গ্রহণ ও অবমুক্তকরণের সাধারণ ক্ষমতা, একজন প্রতিনিধিকে তাহার নিয়োগকর্তার পক্ষে বিনিময় বিলে সম্মতি প্রদানের কিংবা স্বত্বার্পণ করিবার জন্য কোন ক্ষমতা প্রদান করে না।

কোন বিনিময় বিল আদেশকরণের ক্ষমতা বলিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত বিল স্বত্বার্পণ করিবার ক্ষমতা বুঝায় না।

২৭ক। অংশীদারের কর্তৃত্ব।- *আপাততঃ বলবৎ অংশীদার সম্পর্কিত আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কর্তব্যরত কোন অংশীদার ফার্মের নামে কোন বিনিময়যোগ্য দলিল প্রাস্তুত, সম্মতিদান বা বিনিময়ের মাধ্যমে ফার্মকে দায়বদ্ধ করিতে পারিবেন।*

২৮। স্বাক্ষরদানকারী প্রতিনিধির দায়।- *(১) কোন ব্যক্তি কোন অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেকে নিয়োগকর্তার প্রতিনিধি হিসাবে এবং নিয়োগকর্তার (Principal) পক্ষে কিংবা প্রতিনিধিত্বমূলক ভুমিকায় (Representative Character) এইরূপ কোন শব্দাবলী সংযোগ ছাড়া স্বাক্ষর করিলে অনুরূপ স্বাক্ষরের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন। তবে প্রতিনিধি হিসাবে কিংবা প্রতিনিধিত্বমূলক ভূমিকা এইরূপ শব্দাবলী তার স্বাক্ষরের সহিত সংযোজন করিলেও তিনি ব্যক্তিগত দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন না।*

(২) উপধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেকে নিয়োগকর্তার জন্য এবং নিয়োগকর্তার পক্ষে স্বাক্ষর প্রদানকারী কোন ব্যক্তি তাহার স্বাক্ষরের জন্য ঐ ব্যক্তির নিকট দায়ী হইবেন না যিনি তাহাকে এইরূপ প্রলুব্ধ করিয়াছেন যে, দলিল দ্বারা একমাত্র নিয়োগকর্তাই (Principal) দায়ী হইবেন।

২৮ক। প্রদানমূলে হস্তান্তরকারী এবং হস্তান্তর গ্রহীতা।-*(১) যেই ক্ষেত্রে কোন বিনিময়যোগ্য দলিলের (negotiable instrument) ধারক বাহককে পরিশোধ্য দলিলটি স্বত্বার্পণ (indorsement) ব্যতীত প্রদানপূর্বক বিনিময় করেন, সেই ক্ষেত্রে তিনি "প্রদানমূলে হস্তান্তরকারী" হিসাবে অভিহিত হইবেন।*

(২) প্রদানমূলে হস্তান্তরকারী উক্ত দলিলের জন্য দায়ী হইবেন না।

(৩) প্রদানমূলে হস্তান্তরকারী, যিনি পণের মাধ্যমে ধারক হইয়াছেন, তাহার অব্যবহিত পরের হস্তান্তর গ্রহীতাকে উক্ত বিষয়ে নিশ্চিত করেন যে, দলিলটি সঠিক মর্মার্থ প্রকাশ করে, তিনি দলিলের শর্ত মোতাবেক তাহা হস্তান্তর করিবার অধিকারী, এবং হস্তান্তরের সময় তিনি এমন কোন ত্রুটি সম্পর্কে জ্ঞাত নহেন যাহা দলিলটিকে মূল্যহীন করিবে ।

২৯। স্বাক্ষর প্রদানকারী আইনগত প্রতিনিধির দায়।-*মৃত ব্যক্তির আইনগত প্রতিনিধি কোন অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেকে স্বাক্ষর করিলে উহার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন, যদি না তিনি স্পষ্টভাবে তাহার কর্তৃক গৃহীত সম্পদ পর্যন্ত তাহার এই দায়-এর সীমাবদ্ধতা ব্যক্ত করেন।*

২৯ক। দায়বদ্ধতার জন্য স্বাক্ষর অপরিহার্য।- প্রস্তুতকারক, *আদেশকর্তা (Drawer), স্বত্বার্পণকারী (indorser) বা সম্মতিদাতা (Acceptor) হিসেবে কোন অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেকে কোন ব্যক্তি স্বাক্ষর প্রদান না করিলে ঐ ব্যক্তিকে উক্ত বিষয়সমূহে দায়বদ্ধ করা যাইবে না।*

তবে শর্ত থাকে যে, বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট এইরূপ কোন দলিলে কোন ব্যক্তি স্বাক্ষর বা নাম প্রদান করিলে তিনি উহার জন্য এমনভাবে দায়বদ্ধ থাকিবেন যেন উক্ত স্বাক্ষরটি তাহার স্বীয় নামে সম্পাদিত হইয়াছে।

২৯খ। জাল অথবা অননুমোদিত স্বাক্ষর।-*এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, কোন অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেকের স্বাক্ষর জাল অথবা স্বাক্ষরকারী ব্যাক্তির অনুমোদন ব্যতিত প্রদান (Delivery) করা হইলে, উক্ত জাল বা অননুমোদিত স্বাক্ষরটি সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উক্ত দলিল দ্বারা কোন অধিকার সৃষ্টি বা দায়মুক্তি হইবে না বা উক্ত স্বাক্ষরের কারণে কোন পক্ষকে অর্থ পরিশোধে বাধ্য করা যাইবে না, যদি না যেই পক্ষের বিরূদ্ধে দলিলটি কার্যকর রাখা কিংবা উহার অর্থ পরিশোধের দাবী করা হয় তিনি বিষয়টির জালিয়াতি বা কর্তৃত্বহীনতার প্রশ্ন উত্থাপন করা হইতে বারিত হইয়া থাকেন।*

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোন কিছুই জালিয়াতি নহে এমন অননুমোদিত স্বাক্ষরকে অনুসমর্থন (ratification) করে না।

২৯গ। অচেনা স্বাক্ষরকারী স্বত্বার্পণকারী গণ্য হইবেন।- *প্রস্তুতকারক, আদেশকর্তা (Drawer) বা সম্মতিদাতা (Acceptor) ছাড়া অন্য কেহ বিনিময়যোগ্য দলিলে স্বাক্ষর করিলে তিনি স্বত্বার্পণকারী (indorser) হিসাবে গণ্য হইবেন, যদি না তিনি যথাযথ শব্দসমূহের দ্বারা অন্য কোন যোগ্যতায় বাধ্য হইয়া এইরূপ স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন।*

৩০। আদেশকর্তার দায়।-*(১) (ক) কোন বিনিময় বিলের আদেশকর্তা (Drawer) আদেশ করিবার মাধ্যমে অঙ্গীকার করেন যে, উহা যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হইলে উহা সম্মতি প্রাপ্ত হইবে এবং উহা শর্তানুযায়ী পরিশোধিত হইবে এবং উহা প্রত্যাখ্যাত হইলে তিনি উহার ধারক বা পরিশোধে বাধ্য সংশ্লিষ্ট স্বত্বার্পণকারীকে (indorser) ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।*

(খ) আদেশকর্তা (Drawer) কোন চেক লিখিবার মাধ্যমে এই মর্মে অঙ্গীকার করেন যে, উহা আদিষ্ট কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলে তিনি ধারককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, বিনিময় বিল বা চেক প্রত্যাখ্যানের যথাযথ নোটিশ আদেশকর্তাকে (Drawer) দিতে হইবে কিংবা আদেশকর্তা কর্তৃক উহা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) অত্র আইনে বর্ণিত উপায়ে সম্মতি না দেওয়া পর্যন্ত বিনিময় বিলের আদিষ্ট উহার জন্য দায়ী হইবে না।

৩১। চেকের ক্ষেত্রে আদিষ্টের দায়।- *কোন চেক পরিশোধের জন্য আদেশকারীর হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ থাকিলে এবং চেকটি যথাযথভাবে হস্তগত হইলে, আদিষ্ট চেকের অর্থ পরিশোধে বাধ্য থাকিবে, এবং অনুরূপ পরিশোধে ব্যর্থতায় কোন ক্ষতি কিংবা বিনষ্টের কারণ ঘটিয়া থাকিলে সেই ক্ষেত্রে আদিষ্ট (Drawee) অবশ্যই আদেশকর্তাকে (Drawer) ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।*

৩২। অঙ্গীকারপত্রের প্রস্তুতকারী এবং বিনিময় বিলের সম্মতিদাতার দায়।- *(১) বিপরীতধর্মী কোন চুক্তি না থাকিলে, অঙ্গীকারপত্রের প্রস্তুতকারক উহা প্রস্তুত করিবার মাধ্যমে, এবং বিনিময় বিলের সম্মতিদাতা (Acceptor)পূর্ণতার পূর্বেই উহাতে সম্মতি প্রদানের মাধ্যমে নিজেকে এই মর্মে সম্পৃক্ত করেন যে, অঙ্গীকারপত্রের শর্ত (Tenor) মোতাবেক কিংবা অনুরূপ সম্মতির প্রেক্ষিতে তিনি উক্ত দলিলের অর্থ পরিশোধ করিবেন এবং অনুরূপ পরিশোধে ব্যর্থ হইলে প্রস্তুতকারক কিংবা সম্মতিদাতা এইরূপ ক্ষতি বা বিনষ্টের কারণে অথবা অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিলের যে কোন পক্ষকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।*

(২) বিনিময় বিলের সম্মতিদাতা বিলের পূর্ণতায় (Maturity) কিংবা পূর্ণতার পরবর্তীতে উহাতে সম্মতির মাধ্যমে নিজেকে এই মর্মে সম্পৃক্ত করে যে, তিনি চাহিবামাত্র ধারককে তাহার অর্থ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৩৩। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বা সম্মানার্থে বাদে শুধুমাত্র আদিষ্টই সম্মতিদাতা হইতে পারেন।- *বিনিময় বিলের ক্ষেত্রে আদিষ্ট ব্যক্তি (Indorsee), অথবা ভিন্ন ভিন্ন আদিষ্টের ক্ষেত্রে সবাই বা কেহ কেহ, কিংবা দলিলে উল্লিখিত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আদিষ্ট বা সম্মানার্থে সম্মতিদাতা হিসাবে কোন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ সম্মতি জ্ঞাপনের মাধ্যমে নিজেকে বাধ্য করিতে পারিবেন না।*

৩৪। অংশীদার নয় এমন ভিন্ন ভিন্ন আদিষ্ট কর্তৃক সম্মতি।- *যেই ক্ষেত্রে কোন বিনিময় বিলের ভিন্ন ভিন্ন আদিষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহারা কারবারের অংশীদার নন, তাহারা প্রত্যেকেই নিজের জন্য উহাতে সম্মতিদিতে পারেন। তবে তাহাদের কেহ, কর্তৃত্ব না থাকিলে, অন্যের জন্য উহাতে সম্মতি দিতে পারিবেন না।*

৩৫। স্বত্বার্পণকারীরদায়।- *বিপরীতধর্মী কোন চুক্তি না থাকিলে, কোন বিনিময়যোগ্য দলিলের স্বত্বার্পণকারী (indorser) উহাতে স্বত্বার্পণকরিয়া নিজেকে এই মর্মে সম্পৃক্ত করেন যে, যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হইলে উহাতে সম্মতি দেওয়া হইবে এবং শর্ত (Tenor) মোতাবেক উহার অর্থ পরিশোধিত হইবে। উহা প্রত্যাখ্যাত হইলে এইরূপ ক্ষতি বা বিনষ্টের কারণে উহার ধারককে অথবা অর্থ পরিশোধে বাধ্য পরবর্তী স্বত্বার্পণকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে দায়বদ্ধ থাকিবেন।*

চাহিবামাত্র পরিশোধ্য দলিল প্রত্যাখ্যাত হইলে, প্রত্যেক স্বত্বার্পণকারীএর জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে দায়বদ্ধ থাকিবেন।

৩৬। যথাবিহীত ধারকের নিকট পূর্ববর্তী পক্ষসমূহের দায়।-*কোন বিনিময়যোগ্য দলিলের অর্থ যথাযথভাবে পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত উহার প্রত্যেক পূর্ববর্তী পক্ষগণ যথাবিহীত ধারকের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবেন।*

৩৭। প্রস্তুতকারী, আদেশকর্তা এবং সম্মতিদাতা কিংবা নিয়োগকর্তাগণ।-*বিপরীতধর্মী কোন চুক্তি না থাকিলে, কোন অঙ্গীকারপত্র বা চেকের প্রস্তুতকারক, সম্মতিপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বিনিময়*

বিলের আদেশকর্তা (Drawer) এবং সম্মতিদাতা (Acceptor) প্রত্যেকে প্রধান দেনাদার হিসাবে দায়ী থাকিবেন এবং অন্যান্য পক্ষ, ক্ষেত্রমতে প্রস্তুতকারক, আদেশকর্তা এবং সম্মতিদাতার পক্ষে জামিনদার (Surety) হিসাবে দায়ী থাকিবেন।

***৩৮। পূর্ববর্তী পক্ষ পরবর্তী প্রত্যেক পক্ষের নিকট নিয়োগকর্তা হিসাবে দায়ী।**-বিপরীতমর্মে কোন চুক্তি না থাকিলে, দলিলের জামিনদার হিসাবে দায়বদ্ধ পক্ষসমূহের মধ্যে প্রত্যেক পূর্ববর্তী পক্ষ প্রত্যেক পরবর্তী পক্ষের নিকট প্রধান দেনাদার হিসাবে দায়ী থাকিবেন।*

উদাহরণ

'ক' নিজ আদেশে পরিশোধ্য একটি বিল আদেশ করিল যাহাতে 'খ' একজন সম্মতিদাতা; পরবর্তীতে 'ক' উহা 'গ'কে স্বত্বার্পণ (indorsement) করিল। এরপর 'গ','ঘ'কে এবং 'ঘ','ঙ'কে। 'ঙ' ও 'খ' এর মধ্যে 'খ' প্রধান দেনাদার এবং 'ক' 'গ' ও 'ঘ' উহার জামিনদার। 'ঙ' ও 'ক' এর মধ্যে 'ক' প্রধান দেনাদার এবং 'গ' ও 'ঘ' উহার জামিনদার। 'ঙ' ও 'গ' এর মধ্যে 'গ' প্রধান দেনাদার এবং 'ঘ' উহার জামিনদার।

***৩৮ক। উপযোজক পক্ষের দায় ও অবস্থান।**-(১) কোন উপযোজক পক্ষ (Accommodation Party) বিনিময়যোগ্য দলিলের (negotiable instrument) দরুণ উহার যথাবিহীত ধারকের কাছে দায়ী থাকিবেন, যদিও এইরূপ ধারক উক্ত কোন পক্ষকে উপযোজন পক্ষ হিসাবে জানিয়াও দলিলটি গ্রহণ করিয়া থাকেন।*

(২) বিনিময়যোগ্য দলিলের উপযোজকপক্ষ (Accommodation Party), যদি দলিলে বর্ণিত অর্থ পরিশোধ করিয়া থাকেন তাহা হইলে উক্ত পরিশোধিত অর্থ উপযোজিত পক্ষের নিকট হইতে আদায় করিয়া নিতে পারিবেন।

***৩৯। জামিনদার।**-চুক্তি আইন, ১৮৭২ এর ১৩৪ বা ১৩৫ ধারায় দায়মুক্তি সংক্রান্ত যাহা কিছুই বর্ণিত থাকুক না কেন, যখন কোন সম্মতিপ্রাপ্ত বিনিময় বিলের ধারক সম্মতিদাতার (Acceptor) সাথে চুক্তিবদ্ধ হন, সেইক্ষেত্রে ধারক অন্যান্য পক্ষকে অভিযুক্ত করিবার অধিকার সংরক্ষণ করিবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য পক্ষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে দায়মুক্ত হইবে না।*

***৪০। স্বত্বার্পনকারীর দায়মুক্তি।**-যেই ক্ষেত্রে কোন বিনিময়যোগ্য দলিলের (negotiable instrument) ধারক, স্বত্বার্পণকারীর (indorser)সম্মতি ব্যতিত কোন পূর্ববর্তী পক্ষের নিকট স্বত্বার্পণকারীর ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকার বিনষ্ট বা ক্ষতিসাধন করে, তাহা হইলে এতদক্ষেত্রে স্বত্বার্পণকারী ধারকের প্রতি তার দায় হইতে এমনভাবে অব্যাহতি পাইবেন যেন দলিলটি পূর্ণতায় (Maturity) পরিশোধিত হইয়াছে।*

উদাহরণ

'ক', 'খ' এর আদেশে পরিশোধ্য একটি বিনিময় বিলের ধারক। বিলটিতে নিম্নলিখিত শুণ্য স্বত্বার্পণ করা হইলঃ

প্রথম স্বত্বার্পণ 'খ' কে

দ্বিতীয় স্বত্বার্পণ "পিটার উইলিয়াম"কে

তৃতীয় স্বত্বার্পণ "রাইট এন্ড কোং" কে

চতুর্থ স্বত্বার্পণ "জন রোজারিও" কে

উক্ত বিলটি নিয়া "ক" জন রোজারিওর বিরূদ্ধে মামলা করিল, এবং পিটার উইলিয়াম ও রাইট এন্ড কোং কর্তৃক স্বত্বার্পণরোজারিওর সম্মতি ব্যতিত বাতিল করিয়া দিল। এক্ষেত্রে "ক" জন রোজারিও থেকে কোন অধিকার আদায় করিতে পারিবেন না।

৪১। স্বত্বার্পণজাল হইলেও সম্মতিদাতা দায়ী।- *কোন বিনিময় বিলের সম্মতিদাতা উহাতে দেয় সম্মতিহইতে এই অজুহাতে অব্যাহতি পাইবেন না যে স্বত্বার্পণটি (indorsement) জাল ছিল, যদি সে সম্মতি দানকালে উহা জাল মর্মে জ্ঞাত থাকেন কিংবা উহা জাল মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে।*

৪২। মিথ্যা নামে সম্পাদিত বিলে সম্মতিদান।- *কল্পিত নামে আদেশকৃত এবং আদিষ্টের আদেশে পরিশোধ্য কোন বিনিময় বিল, যাহার ধারক আদেশকর্তার (Drawer) অবিকল স্বাক্ষরে এবং আদেশকর্তার দ্বারা কৃত বলিয়া বিবেচিত স্বত্বাপর্ণের মাধ্যমে দাবী করেন, উক্ত বিলের সম্মতিদাতা এইরূপ ধারকের প্রতি তাহার দায় হইতে এই কারণে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবেন না যে আদেশকর্তার নামটি কল্পিত।*

৪৩। পণবিহীন বিনিময়যোগ্য দলিল সম্পাদন ইত্যাদি।- *পণছাড়া বা যে পণব্যর্থ হইয়াছে তাহার বিনিময়ে বিনিময়যোগ্য দলিল প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃত, সম্মতিকৃত, স্বত্বার্পিত (indorsement) কিংবা বা হস্তান্তরিত হইলে তাহাতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে অর্থ পরিশোধের দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি হয় না। কিন্তু ঐ দলিল পরবর্তীতে পণের বিনিময়ে স্বত্বার্পণপূর্বক বা স্বত্বার্পণছাড়া হস্তান্তর করা হইলে উহার ধারক এবং তাহার নিকট হইতে যাহারা স্বত্ব লাভ করিয়াছে তাহারা হস্তান্তরকারী এবং পূর্বোক্ত পক্ষগণের নিকট হইতে উক্ত দলিল বাবদ অর্থ আদায় করিতে পারিবেন।*

ব্যতিক্রম-১। কোন পক্ষের উপযোজনের (Accommodation) জন্য কোন বিনিময়যোগ্য দলিল প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃত, সম্মতিকৃত এবং স্বত্বার্পিত হইলে এবং তাহা যদি পরিশোধ করা হইয়া থাকে, পরবর্তীতে অনুরূপ দলিলের উপযোজনকারী পক্ষের নিকট হইতে পরিশোধিত অর্থ আদায় করা যাইবে না।

ব্যতিক্রম-২। কোন পক্ষ যদি অন্য পক্ষকে পণের বিনিময়ে কোন দলিল প্রস্তুতকরণ, আদেশকরণ, সম্মতিদান, স্বত্বার্পণ বা হস্তান্তরে রাজী করিল কিন্তু উক্ত পক্ষ পণের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলো, তাহা হইলে উক্ত পক্ষ যে পরিমাণ টাকা পরিশোধ করিয়াছে তাহার অধিক আদায় করিতে পারিবেন না।

৪৪। পণের ক্ষেত্রে আংশিক বা পূর্ণ আর্থিক পরিশোধে ব্যর্থতা।- *কোন অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক যেই ক্ষেত্রে আর্থিক পণের কারণে স্বাক্ষরকৃত হইলো, সেই পণ শুরু ইইতেই অনুপস্থিত থাকিলে বা পরবর্তীতে আংশিকভাবে ব্যর্থ হইলে, স্বাক্ষরকারীর নিকটবর্তী সম্পর্কের ধারকেরপ্রাপ্য অর্থ আনুপাতিক হার হ্রাস পাইবে।*

ব্যাখ্যা- বিনিময় বিলের আদেশকর্তা (Drawer) সম্মতিদাতার সহিত নিকটবর্তীভাবে সম্পর্কিত থাকেন। অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেকের প্রস্তুতকারক প্রাপকের সহিত এবং স্বত্বার্পণকারী (indorser) স্বত্বার্পিত ব্যক্তির (Indorsee) সহিত নিকটবর্তীভাবে সম্পর্কিত থাকেন। অন্যান্য স্বাক্ষরকারী চুক্তিমূলে ধারকের সহিত নিকটবর্তী ভাবে সম্পর্কিত থাকিতে পারিবেন।

উদাহরণ

'ক' তাহার আদেশে পরিশোধ্য ৫০০ টাকার একটি বিল 'খ' এর নামে আদেশ করিলেন। 'খ' বিলটিতে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে বিলটি অপরিশোধের দরুণ প্রত্যাখাত হইল। 'ক' 'খ' এর বিরুদ্ধে মোকাদ্দমা দায়ের করেন। 'খ' প্রমাণ করিল যে বিলটিতে ৪০০ টাকার জন্য সম্মতি দান করা হয়, ও অবশিষ্ট টাকা বাদীর প্রতি উপযোজিত হয়। 'ক' কেবলমাত্র ৪০০ টাকা আদায় করিতে পারিবেন।

৪৫। অর্থ সম্বলিত নয় এরূপ দলিলের পণআংশিক ব্যর্থ।-*যেই ক্ষেত্রে কোন অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক আর্থিক পণের কারণে স্বাক্ষরকৃত না হইলেও আনুষঙ্গিক অনুসন্ধান ব্যতীতই উহা অর্থের মানদন্ডে নিরূপণযোগ্য থাকে এবং পরবর্তীতে আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়, সেইক্ষেত্রে, স্বাক্ষরকারীর নিকটবর্তী সম্পর্কের ধারকের প্রাপ্য অর্থ আনুপাতিক হারে হ্রাস পাইবে।*

৪৫ক। ধারকের হারানো বিলের পরিবর্তে উহার প্রতিলিপি পাইবার অধিকার।-*কোন বিনিময় বিল পরিশোধের তারিখের পূর্বেই হারাইয়া গেলে, যে ব্যক্তি উক্ত বিলের ধারক, হারানো দলিলটি পুনরায় পাওয়া না গেলেও তজ্জন্য আদেশকর্তার (Drawer) কোন ক্ষতি হইলে, যদি প্রয়োজন হয় তার জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদানপূর্বক, আদেশকর্তার নিকট হইতে ঐ বিলের একটি প্রতিলিপি দাবী করিতে পারিবেন।*

এরপরেও, আদেশকর্তা বিলের প্রতিলিপি দিতে অস্বীকার করিলে, আদালতে মামলা করিয়া তাহাকে উহা দিতে বাধ্য করা যাইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
বিনিময়

৪৬। প্রদান।-*অংগীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক এর প্রস্তুতকরণ, সম্মতিদান বা স্বত্বার্পণপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।*

পক্ষগণের মধ্যে নিকট সম্পর্ক বজায় থাকিবার ক্ষেত্রে কার্যকর প্রদান সংঘটনের জন্য প্রস্তুতকারক, সম্মতিদাতা বা স্বত্বার্পণকারী কর্তৃক অথবা এতদুদ্দেশ্যে তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদান করিতে হইবে।

এইরূপ পক্ষগণ এবং যথাবিহীত ধারক ছাড়া অন্য কোন ধারক এর মধ্যে প্রদান (Delivery) সংঘটিত হইলে প্রতীয়মান হইবে যে, উক্ত প্রদান শর্ত সাপেক্ষে অথবা কেবলমাত্র বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইয়াছে এবং উহা সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে করা হয় নাই।

বাহককে পরিশোধ্য অংগীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক প্রদানের মাধ্যমে বিনিময়যোগ্য।

পরিশোধের আদেশ সম্বলিত অংগীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক ধারক কর্তৃক স্বত্বার্পণ এবং প্রদানের মাধ্যমে বিনিময়যোগ্য।

৪৭। প্রদানের দ্বারা বিনিময়।-*ধারা ৫৮ এর বিধান সাপেক্ষে, বাহককে পরিশোধ্য অংগীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক কেবলমাত্র প্রদানের দ্বারা বিনিময় করা যাইবে।*

ব্যতিক্রমঃ কোন নির্দিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হইবার শর্ত সাপেক্ষে প্রদানকৃত একটি অংগীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক বিনিময়যোগ্য (negotiable)হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না উল্লিখিত ঘটনা ঘটে (শর্ত সম্পর্কে অবহিত নয় এমন পণমূলে ধারক ব্যতীত)।

উদাহরণ

(ক) 'ক' বাহককে পরিশোধ্য একটি বিনিময়যোগ্য দলিলের ধারক হইয়া উহা 'খ' এর প্রতিনিধিকে 'খ' এর জন্য রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রদান করিলেন। এই ক্ষেত্রে দলিলটি বিনিময়কৃত হইয়াছে।

(খ) 'ক' ব্যাংকের নিকট রক্ষিত একটি বাহককে পরিশোধ্য দলিলের ধারক হইয়া ব্যাংকারকে, যিনি একই সাথে 'খ' এর ব্যাংকারও বটে, উহা 'খ' এর নামে রক্ষিত ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করিবার আদেশ দেন। ব্যাংকার সেই মোতাবেক কাজ করে এবং ফলস্বরূপ ব্যাংকার এখন 'খ' এর প্রতিনিধি হিসাবে দলিলটি সংরক্ষণ করেন। এই ক্ষেত্রে দলিলটি বিনিময়কৃত হইয়াছে এবং 'খ' উহার ধারক হইয়াছেন।

৪৮। স্বত্বার্পণ দ্বারা বিনিময়।-*৫৮ ধারার বিধান সাপেক্ষে, পরিশোধের আদেশ সম্বলিত কোন অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল কিংবা চেক ধারক কর্তৃক স্বত্বার্পণ (indorsement) এবং প্রদানের মাধ্যমে বিনিময় করা যাইবে।*

৪৯। শূণ্য স্বত্বার্পণকে পূর্ণাঙ্গ স্বত্বার্পণেরূপান্তর।-*কোন বিনিময়যোগ্য দলিলে শূণ্য স্বত্বার্পণ (indorsement) থাকিলে উহার ধারক নিজ নাম স্বাক্ষর না করিয়া, স্বত্বার্পণকারীর স্বাক্ষরের উপরে তাহাকে অথবা তাহার কিংবা অন্য কাহারো আদেশে অর্থ পরিশোধের নির্দেশনা লিপিবদ্ধ করিয়া শূণ্য স্বত্বার্পণকে একটি পূর্ণ স্বত্বার্পণে রূপান্তরিত করিতে পারেন, এবং এই কারণে ধারকের উপর স্বত্বার্পণকারীর কোন দায় বর্তাইবে না।*

৫০। স্বত্বার্পণকরণের ফলাফল।- *(১) নিয়ন্ত্রিত, শর্তসাপেক্ষ এবং সীমিত স্বত্বার্পণ (indorsement) সম্পর্কিত এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, কোন বিনিময়যোগ্য দলিলস্বত্বার্পণ সহযোগে প্রদান (Delivery) করা হইলে উক্ত প্রদানের দ্বারাদলিলটি স্বত্বসহ পুনরায় বিনিময় করিবার অধিকারও হস্তান্তরিত হইবে।*

(২) স্বত্বার্পণনিয়ন্ত্রণমূলক হইবে যদি ইহা, -

(ক) দলিলটি পুনর্বার বিনিময় করিবার অধিকার সীমাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ বা বাতিল করে; বা

(খ) যদি ইহা স্বত্বার্পিত ব্যক্তিকে (Indorsee) পুনরায় স্বত্বার্পণকরিবার জন্য কিংবা স্বত্বার্পণকারী বা অন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যাক্তির পক্ষে দলিলটির অর্থ গ্রহণের জন্য স্বত্বার্পণকারীর একজন প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করেন।

তবে শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র বিনিময়ের অধিকার সম্পর্কিত শব্দাবলি উল্লিখিত না থাকিবার কারণে কোন স্বত্বার্পণকে নিয়ন্ত্রিত স্বত্বার্পণ বলিয়া গণ্য করা যাইবে না।

উদাহরণ

'খ' বাহককে পরিশোধ্য বিভিন্ন বিনিময়যোগ্য দলিলে নিম্নোক্তভাবে স্বত্বার্পণের জন্য স্বাক্ষর করিলেন ঃ

(ক) "দলিলের বিষয়বস্তু কেবলমাত্র 'গ'কে পরিশোধ কর ন।"

(খ) "আমার প্রয়োজনে 'গ'কে পরিশোধ কর ন।"

(গ) "'খ' এর হিসাবে 'গ' কে অথবা তাহার আদেশে পরিশোধ কর ন।"

(ঘ) "বিষয়বস্তু অবশ্যই 'গ'কে পরিশোধ করিতে হইবে। "

এইরূপ স্বত্বার্পণ (indorsement) দ্বারা 'গ'কে পরবর্তী বিনিময়ের অধিকারহইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

(ঙ) "'গ' কে পরিশোধ কর ন'।"

(চ) "'গ কে ওরিয়েন্টাল ব্যাংক হিসাবে মূল্য পরিশোধ কর ন'।"

(ছ) " স্বত্বার্পণকারী বা অন্যান্যদেরকে 'গ' কর্তৃক সম্পাদিত বিশেষ অর্পণ দলিলের পণের অংশ হিসাবে বিনিময়ে দলিলের অর্থ 'গ'-কে পরিশোধ কর ন;'।"

এইরূপ অনুমোদন বা স্বত্বার্পণে 'গ' এর পুনরায় বিনিময় করিবার অধিকার রহিত করা হয় নাই।

***৫১। কে বা কাহারা বিনিময় করিতে পারে।**-যে দলিলে কতিপয় যৌথ প্রস্তুতকারক, আদেশকর্তা (Drawer), প্রাপক, স্বত্বার্পিত ব্যক্তি (Indorsee) থাকেন, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক প্রস্তুতকারক, আদেশকর্তা, প্রাপক অথবা স্বত্বার্পিত ব্যক্তি এককভাবে দলিলটি স্বত্বার্পণ এবং বিনিময় করিতে পারিবেন, যদি ইতিমধ্যে অত্র আইন এর ৫০ ধারা মোতাবেক উক্ত দলিলের বিনিময়যোগ্যতা নিয়ন্ত্রিত বা সীমাবদ্ধ না করা হইয়া থাকে।*

ব্যাখ্যাঃ এই ধারার কোন কিছুই দলিলের প্রস্তুতকারক, বা আদেশকর্তাকে স্বত্বার্পণ (indorsement) বা বিনিময় ক্ষমতা অর্পণ করে না, যদি না তিনি উহার আইনানুগ অধিকারী বা ধারক হন, কিংবা দলিলের প্রাপক বা স্বত্বার্পিত ব্যক্তিকে (Indorsee) স্বত্বার্পণ বা বিনিময়ের ক্ষমতা প্রদান করে না, যদি না তিনি উহার ধারক হন।

উদাহরণঃ

'ক' বা তার আদেশে পরিশোধ্য একটি বিল আনীত হইল। 'ক' তা 'খ'কে 'অথবা আদেশে' বা সমার্থক কোন শব্দাবলি উল্লেখ ছাড়াই স্বত্বার্পণ করিল। 'খ' দলিলটি বিনিময় করিতে পারিবে।

***৫২। স্বত্বার্পণকারী যিনি স্বত্বার্পণে নিজ দায় রহিত বা শর্তযুক্ত করিতে পারিবেন।**-একটি বিনিময়যোগ্য দলিলের স্বত্বার্পণকারী স্বত্বার্পণে কিছু শব্দ উল্লেখ করিবার মাধ্যমে উহাতে স্বীয় দায় পরিত্যাগ করিতে পারিবেন বা স্বত্বার্পিত ব্যাক্তির প্রতি উল্লিখিত অংকের অর্থ গ্রহণে এইরূপ দায় বা অধিকার সৃষ্টি করিতে পারিবেন যাহা এমন ঘটনা সাপেক্ষ যাহা কখনো নাও ঘটিতে পারে।*

যেই ক্ষেত্রে একজন স্বত্বার্পণকারী উপরোক্তরূপে দায় পরিত্যাগ করেন এবং পরবর্তীতে তিনি উক্ত দলিলের ধারক হন, সেইক্ষেত্রে মধ্যবর্তী সকল স্বত্বর্পণকারী তাহার নিকট দায়ী হইবেন। যেই ক্ষেত্রে স্বত্বার্পণ গ্রহীতার দলিলের অর্থ পাইবার অধিকারকে উপরোক্ত উপায়ে শর্তযুক্ত করা হয়, সেই ক্ষেত্রে এইরূপ শর্ত কেবলমাত্র স্বত্বার্পণকারী এবং স্বত্বার্পিত ব্যাক্তির মধ্যে বৈধ থাকিবে।

বিনিময়যোগ্য দলিলের স্বত্বার্পণ (indorsment)শর্তযুক্ত হইলে, দাতা উক্ত শর্ত উপেক্ষা করিতে পারেন এবং শর্তাবলী পূরণ হোক বা না হোক স্বত্বার্পিত ব্যক্তিকে উক্ত অর্থ পরিশোধ আইনসিদ্ধ হইবে ।

উদাহরণঃ

(ক) স্বত্বার্পণকারী "অবলম্বন ছাড়া" শব্দাবলি যুক্ত পূর্বক একটি বিনিময়যোগ্য দলিলে তাহার নাম স্বাক্ষর করিলেন, এইরূপ স্বত্বার্পণে তাহার কোন দায় নাই।

(খ) 'ক' একটি বিনিময়যোগ্য দলিলের প্রাপক এবং ধারক। তিনি উক্ত দলিলে 'অবলম্বন ছাড়া' শর্তাবলি উল্লেখ পূর্বক নিজের দায় পরিত্যাগ করে তাহা 'খ' কে হস্তান্তর করিলেন। 'খ' উহা 'গ' কে স্বত্বার্পণ করিলেন এবং 'গ' উহা 'ক' কে স্বত্বার্পণ করিলেন। 'ক' এখানে কেবলমাত্র পূর্বোক্ত অধিকারে পূর্ণ বহালই হইলেন না উপরন্তু 'খ' ও 'গ' এর স্বত্বার্পিত ব্যক্তি হিসাবেও তাহার অধিকার রহিয়াছে।

৫৩। ধারক যথাবিহীত ধারকের মাধ্যমে দাবী করে।- *(১) একজন ধারক, যিনি যথাবিহীত ধারকের নিকট হইতে স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং নিজে বিনিময়যোগ্য দলিলকে প্রভাবিত করে এমন কোন প্রতারণা বা অ৮বধ কাজে সংশ্লিষ্ট নহেন, তিনি ঐ সকল অধিকার অর্জন করিবেন যাহা যথাবিহীত ধারক,দলিলের সম্মতিদাতা (Acceptor) এবং পূর্ববর্তী সকল ধারকের বিরুদ্ধে অর্জন করেন।*

(২) ধারকের স্বত্ব ত্রুটিযুক্ত হইলেঃ

(ক) যদি দলিলটি যথাবিহীত ধারকের নিকট বিনিময় করা হয় তবে তিনি উহার উত্তম এবং পূর্ণ স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

(খ) যদি তিনি দলিলটির অর্থ প্রাপ্ত হন,তাহা হইলে পরিশোধকারীর বৈধ দায়মুক্তি মিলিবে।

৫৩ক। যথাবিহীত ধারকের অধিকার।-*যথাবিহীত ধারক পূর্বেকার পক্ষের ত্রুটিযুক্ত স্বত্ব হইতে এবং পূর্বেকার পক্ষগণের মধ্যকার সহজলভ্য স্বপক্ষ যুক্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া দলিল ধারণ করেন, এবং দলিলের পরিশোধ্য মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধের জন্য দায়ী সমস্ত পক্ষকে আইনত বাধ্য করিতে পারিবেন।*

৫৪। দলিলে শূণ্য স্বত্বার্পণ।-*রেখাংকিত চেক সম্পর্কিত অতঃপর বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, একটি বিনিময়যোগ্য দলিল শূণ্য স্বত্বার্পণ হইলে উহা মূলতঃ আদিষ্ট (Drawee) বরাবর পরিশোধ্য হইলেও বাহক বরাবর পরিশোধ্য হইবে।*

৫৫। শূণ্য স্বত্বার্পণকে পূর্ণ স্বত্বার্পণে রূপান্তর।-*যদি কোন বিনিময়যোগ্য দলিল শূণ্য স্বত্বার্পণের পর পূর্ণভাবে স্বত্বার্পণ হয়, সেই ক্ষেত্রে যাহার বরাবর পূর্ণ স্বত্বার্পণ হইয়াছেতিনি অথবা তাহার মাধ্যমে স্বত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যাতীত অন্য কেহ উক্ত সমুদয় অর্থ পূর্ণ-স্বত্বার্পণকারীর নিকট দাবী করিতে পারিবেন না।*

৫৬। স্বত্বার্পণের আবশ্যকীয় শর্তাদি।-*(১) স্বত্বার্পণের মাধ্যমে বিনিময় অবশ্যই সম্পূর্ণ দলিলের উপর হইতে হইবে।*

(২) পরিশোধ্য মূল্যের আংশিক স্বত্বার্পণ, বা দুই বা ততোধিক স্বত্বার্পিত ব্যক্তির (Indorsee) প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হস্তান্তরের জন্য স্বত্বার্পণ বৈধ নহে; কিন্তু যখন মূল্যআংশিক পরিশোধিত হয়, তৎমর্মে দলিলে একটি নোট স্বত্বার্পণ করা যায় যাহা পরবর্তীতে অবশিষ্ট মূল্যের জন্য হইতে পারে।

৫৭। মৃত ব্যক্তির বৈধ প্রতিনিধি কেবলমাত্র প্রদানের মাধ্যমে স্বত্বার্পিত দলিল বিনিময় করিতে পারিবেন না।-*কোন মৃত ব্যক্তির বৈধ প্রতিনিধি, মৃত ব্যক্তির আদেশে পরিশোধ্য এবং স্বত্বার্পিত (Indorsement) হইয়াছে কিন্তু প্রদান(Delivery) হয় নাই এমন একটি অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক কেবলমাত্র প্রদানের মাধ্যমে বিনিময় করিতে পারিবেন না।*

৫৭ক। ইতোমধ্যে দায়ী পক্ষের নিকট দলিল বিনিময়।-*যেই ক্ষেত্রে একটি বিনিময়যোগ্য দলিল প্রস্তুতকারক বা আদেশকর্তা(Drawer) বা পূর্ববর্তী স্বত্বার্পণকারী বা সম্মতিদাতার নিকট পূর্ণতার (Maturity) পূর্বেই প্রতিবিনিময় (Further Negotiate) হইয়াছে, এইরূপ পক্ষ*

অত্র আইনের বিধান সাপেক্ষে উহা পুনঃ ইস্যু বা পুনঃ বিনিময় করিতে পারিবেন, কিন্তু তিনি মধ্যবর্তী কোন পক্ষকে, যাহার নিকট তিনিপূর্বে দায়বদ্ধ ছিলেন, উক্ত দলিলের অর্থ পরিশোধে বাধ্য করিতে পারিবেন না।

৫৭খ। ধারকের অধিকার।*-একজন ধারক অত্র আইনের অধীনে বিনিময়যোগ্য দলিলের অর্থ 'যথাবিহীত পরিশোধ'(Payment in due course) গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং বিনিময় করিতে পারিবেন;তিনি নিজ নামে এইরূপ দলিলের ভিত্তিতে মোকদ্দমাও দায়ের করিতে পারিবেন।*

৫৮। ত্রুটিযুক্ত স্বত্ব।*- অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক হারাইয়া গেলে, কিংবা অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে কিংবা অবৈধ পণমূলে কোন প্রস্তুতকারক, আদেশকর্তা, সম্মতিদাতা অথবা ধারকের নিকট হইতে গ্রহণ করিলে, যিনি পাইলেন বা গ্রহণ করিলেন বা ইহার দখলকারী বা স্বত্বার্পিত ব্যক্তি তাহাদের কেহই প্রস্তুতকারক, আদেশকর্তা, সম্মতিদাতা অথবা ধারকের নিকট দলিলের মূল্য দাবী করিতে পারিবেন না, যদি না দখলকারী বা স্বত্বার্পিত ব্যক্তি, নিজে বা তাহারা যাহার মাধ্যমে দাবী করিতেছেন, তিনি দলিলের যথাবিহীত ধারক হইয়া থাকেন।*

৫৯। প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর বা মেয়াদোত্তীর্ণ দলিল অর্জন।*-বিনিময়যোগ্য দলিলের কোন ধারক যিনি দলিলটি পূর্ণতা প্রাপ্ত (Matured) হইবার পর কিংবা অসম্মতি বা অপরিশোধিত হইবার ঘটনা অবগত হইবার পর প্রত্যাখ্যাত দলিলের মালিক হন, তিনি শুধুমাত্র অন্য পক্ষসমুহের বিরূদ্ধে হস্তান্তরকারীর অধিকার প্রাপ্ত হন এবং এইরূপ ধারকের স্বার্থ, হস্তান্তরের সময় হস্তান্তরকারীর স্বার্থ যেইরূপ শর্তাধীন ছিল, সেইরূপ শর্তাধীন থাকিবেন।*

উপযোজন নোট বা বিল।*- তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি যিনি সরল বিশ্বাসে এবং পণের বিনিময়ে এমন কোন পূর্ণতাপ্রাপ্ত (Matured) অঙ্গীকার পত্র বা বিনিময় বিলের ধারক হন যাহা, সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষকে অর্থ বৃদ্ধিতে সহায়তা করিবার জন্য পণবিহীনভাবে প্রস্তুতকৃত, আদিষ্ট বা সম্মতিকৃত হইয়াছে, উক্ত ব্যক্তি উক্ত নোট বা বিলের অর্থ পূর্ববর্তী কোন পক্ষের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন।*

উদাহরণঃ

একটি বিনিময় বিলের সম্মতিদাতা, সম্মতিদানকালে আদেশকর্তার (Drawer) নিকট বিল পরিশোধের সহায়ক জামানত হিসাবে কিছু মালামাল গচ্ছিত রাখেন এবং এই মর্মে আদেশকর্তাকে ক্ষমতা অর্পন করেন যে, তিনি যদি উহা পূর্ণতা প্রাপ্তিতে বিলের টাকা পরিশোধ করিতে না পারেন তাহা হইলে আদেশকর্তা মালামালগুলি বিক্রয় করিতে পারিবেন। পূর্ণতায় (Maturity)বিল পরিশোধিত না হওয়ায় আদেশকারী মালামালগুলি বিক্রয় করিয়া, বিক্রয়মুল্য নিজের নিকট রাখিয়া বিলটি 'ক' কে স্বত্বার্পণ করেন। 'ক' এর স্বত্বাধিকার আদেশকর্তার স্বত্বের মতো আপত্তি সাপেক্ষ হইবে।

৬০। পরিশোধ বা মিটানো পর্যন্ত দলিল বিনিময়যোগ্য।*-কোন বিনিময়যোগ্য দলিল (আদায়যোগ্য হওয়ার পর এবং প্রস্তুতকারক, আদেশকর্তা বা সম্মতিদাতা ব্যতীত) প্রস্তুতকারক, আদিষ্ট বা সম্মতিদাতা কর্তৃক আদায়যোগ্য হইবার কালে বা পরে পরিশোধ বা মিটানো না হওয়া পর্যন্ত বিনিময় করা যাইবে, কিন্তু তাহা পরিশোধ বা মেটানোর পর নহে।*

পঞ্চম অধ্যায়

উপস্থাপন সম্পর্কিত

৬১। সম্মতির জন্য উপস্থাপন।-*কোন বিনিময় বিল দর্শনান্তে (After sight) পরিশোধ্য হইলে, এবং বিলে উপস্থাপনের কোন নির্দিষ্ট সময় বা স্থান উল্লেখ না থাকিলে, উহার সম্মতি দাবীর অধিকারী কোন ব্যক্তি, যুক্তিসঙ্গত অনুসন্ধানে আদিষ্টকে খুঁজিয়া পাইলে, আদেশের যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে আদিষ্টের নিকট কারবারের দিন কারবার চলাকালীন সময়ে সম্মতির জন্য অবশ্যই উপস্থাপন করিবেন। এইরূপ উপস্থাপনের ব্যর্থতায়, সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ দাবীকারী ব্যক্তির নিকট দায়ী থাকিবেন না।*

আদিষ্টকে যুক্তিসঙ্গত অনুসন্ধানে খুঁজিয়া পাওয়া না গেলে বিলটি প্রত্যাখ্যাত বলিয়া গণ্য হইবে।

বিলটি আদিষ্টের প্রতি নির্দিষ্ট স্থানে নির্দেশিত হইলে, বিলটি সেই স্থানেই উপস্থাপন করিতে হইবে; উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত তারিখে যদি যুক্তিসঙ্গত অনুসন্ধানে আদিষ্টকে সেই স্থানে খুঁজিয়া পাওয়া না যায়, তাহা হইলে বিলটি প্রত্যাখ্যাত বলিয়া গণ্য হইবে।

চুক্তিতে বা প্রচলিত রীতিতে অনুমোদিত হইলে, বিলটি ডাকঘরের রেজিস্ট্রী ডাকের মাধ্যমে উপস্থাপিত হইলে তাহা পর্যাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬২। অঙ্গীকারপত্র দর্শনের জন্য উপস্থাপন।-*কোন অঙ্গীকারপত্র দর্শনান্তে (After sight) নির্দিষ্ট সময় পর পরিশোধ্য হইলে, তাহা অবশ্যই পরিশোধ দাবীর অধিকারী কোন ব্যক্তির দ্বারা, দলিল প্রস্তুতের পর যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে এবং কারবারের দিন কারবার চলাকালীন সময়ে দলিল প্রস্তুতকারকের কাছে দর্শনের জন্য (যদি যুক্তিসঙ্গত অনুসন্ধানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়) উপস্থাপন করিতে হইবে। এইরূপ উপস্থাপনের ব্যর্থতায়, সংশিস্নষ্ট কোন পক্ষ দাবীকারী ব্যক্তির নিকট দায়ী থাকিবেন না।*

৬৩। বিবেচনার জন্য আদিষ্টের সময়।-*যদি একটি বিনিময় বিলের সম্মতির জন্য আদিষ্টের নিকট দাখিল করা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ধারক, আদিষ্টকে উহার সম্মতির বিষয় বিবেচনার জন্য, অবশ্যই সরকারী ছুটির দিন ব্যাতীত আটচল্লিশ ঘন্টা সময় মঞ্জুর করিবেন।*

৬৪। পরিশোধের জন্য উপস্থাপন।-*(১) ধারা ৭৬ এর বিধান সাপেক্ষে এবং অতঃপর বর্ণিত উপায়ে অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল এবং চেক পরিশোধের জন্য অবশ্যই ধারক বা তাহার পক্ষে যথাক্রমে প্রস্তুতকারক, সম্মতিদাতা বা আদিষ্টের কাছে উপস্থাপিত হইতে হইবে। দাখিলের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার দরুন এতদ্ সম্পর্কিত অন্যান্য পক্ষ ধারকের কাছে দায়ী বলিয়া গণ্য হইবেন না।*

(২) এই আইনের ধারা ৬ এ যাহাই উল্লেখ থাকুক না কেন তাহা সত্ত্বেও, যেখানে ট্রাংকেটেড চেকের একটি ইলেকট্রনিক প্রতিরূপ পরিশোধের জন্য উপস্থাপন করা হয়, সেখানে প্রত্যর্পণকারী ব্যাংক কোন যুক্তিসংগত সন্দেহের কারণে ট্রাংকেটেড চেকধারী ব্যাংকের কাছ থেকে চেকের উক্ত দলিলের দৃশ্যত অবস্থার সত্যতা সংক্রান্ত আরও তথ্য দাবি করিবার অধিকার রাখে, এবং যদি সন্দেহ করা হয় যে, চেকে কোন প্রতারণা, জালিয়াতি, ঘষামাজা বা ধবংস সাধিত হইয়াছে, ইহা যাচাইয়ের জন্য পুনঃ উপস্থাপনার দাবি রাখে। এইক্ষেত্রে শর্ত থাকিবে যে, আদিষ্ট (drawee) ব্যাংক কর্তৃক দাবীকৃত ট্রাংকেটডে চেকটি নিজের কাছে রাখিবে, তৎ অনুযায়ী চেকের অর্থ প্রদান করিবে।

ব্যতিক্রম-কোন অঙ্গীকারপত্র চাহিবামাত্র পরিশোধ্য হইলে এবং তাহাতে পরিশোধের নির্দিষ্ট কোন স্থান উল্লেখ না থাকিলে, দলিলটির প্রস্তুত কারককে অভিযুক্ত করিবার জন্য উহা উপস্হাপনের প্রয়োজন নাই। অনুরূপভাবে বিনিময় বিলের সম্মতিদাতাকে অভিযুক্ত করিবার জন্যও উহা উপস্থাপনের প্রয়োজন হইবে না।

ব্যাখ্যাঃ যখন কয়েকজন ব্যক্তি, যাহারা অংশীদার নন, ক্ষেত্রমত বিনিময়যোগ্য দলিলে প্রস্তুতকারক, সম্মতিদাতা বা আদিষ্ট হিসাবে দায়বদ্ধ থাকেন এবং দলিলে কোন পরিশোধের স্থান উল্লেখ না থাকে, তখন সকলের নিকট দলিলটি উপস্থাপন করিতে হইবে।

৬৫। উপস্থাপনের সময়।*-পরিশোধের জন্য উপস্থাপন অবশ্যই স্বাভাবিক কারবারের সময় এবং ব্যাংকারের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং সময়ের মধ্যে হইতে হইবে।*

ব্যাখ্যাঃ ব্যাংকিং সময় বলিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত ব্যাংকিং সময়কে বুঝাইবে।

৬৬। নির্ধারিত তারিখ বা দর্শনের পর পরিশোধের জন্য উপস্থাপন।*-অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল নির্ধারিত তারিখের পর সুনির্দিষ্ট সময়ে বা দর্শনান্তে (After sight) পরিশোধ্য হইলে অবশ্যই পূর্ণতার সময় (At Maturity) উপস্থাপিত হইতে হইবে।*

৬৭। কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য অঙ্গীকারপত্র পরিশোধের জন্য উপস্থাপন।*-কিস্তিতে পরিশোধ্য কোন অঙ্গীকারপত্র প্রতিটি কিস্তি পরিশোধের নির্ধারিত তারিখের পর তৃতীয় দিবসে পরিশোধের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে এবং এইরূপ উপস্থাপনের প্রেক্ষিতে পরিশোধিত না হইলে এর ফলাফল পূর্ণতার সময় (At Maturity) অপরিশোধের মতই হইবে।*

৬৮। পরিশোধ্য দলিল উপস্থাপন নির্দিষ্ট স্থানেই হইবে, অন্যত্র নহে।*-কোন অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক কোন নির্দিষ্ট স্থানে পরিশোধ্য হইবে, অন্য কোথাও নহে- এই বলিয়া প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃত বা সম্মতিদানকৃত হইলে, উক্ত দলিলের সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষকে অভিযুক্ত করিবার জন্য উহা অবশ্যই সেই স্থানে উপস্হাপন করিতে হইবে।*

৬৯। নির্দিষ্ট স্থানে পরিশোধ্য দলিল।*-কোন অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল কোন নির্দিষ্ট স্থানে পরিশোধ্য - এই বলিয়া প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃত বা সম্মতিদানকৃত হইলে, উক্ত দলিলের প্রস্তুতকারক বা আদেশকর্তাকে (Drawer) অভিযুক্ত করিবার জন্য উহা অবশ্যই সেই স্থানেই উপস্থাপন করিতে হইবে।*

৭০। নির্দিষ্ট স্থানের উল্লেখ না থাকিলে উপস্থাপন।*-কোন অঙ্গীকারপত্র পত্র বা বিনিময় বিল, অত্র আইনের ৬৮ ও ৬৯ ধারায় বর্ণিত বিধানমতে পরিশোধ্য না হইলে,পরিশোধের জন্য অবশ্যই দলিলে উল্লিখিত প্রস্তুতকারক, সম্মতিদাতা বা আদিষ্টের ঠিকানায় উপস্থাপন করিতে হইবে, এবং এইরূপ ঠিকানা উহাতে উল্লেখ না থাকিলে, ক্ষেত্রমত, প্রস্তুতকারক, সম্মতিদাতা বা আদিষ্টের কারবারের ঠিকানায়, বা নিয়মিত বাসস্থানের ঠিকানায় (জ্ঞাত থাকিলে) পরিশোধের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।*

৭১। প্রস্তুতকারক, ইত্যাদির কারবার বা বাসস্থান জ্ঞাত না থাকিলে উপস্থাপন।*- যদি বিনিময়যোগ্য দলিলের প্রস্তুতকারক, আদিষ্ট (Drawee) বা সম্মতিদাতার কোন জ্ঞাত কারবারের স্থান বা বাসস্থান না থাকে অথবা অন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান,পরিশোধ বা সম্মতির জন্য*

উপস্থাপিত হইবে এইরূপ দলিলে, উল্লেখ না থাকে সেইক্ষেত্রে তাহাকে যেই স্থানে পাওয়া যাইবে সেই স্থানেই পরিশোধের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা- অত্র ধারা এবং ধারা ৬৮ ও ৬৯ - এ 'নির্দিষ্ট স্থান' বলিতে, পর্যাপ্তভাবে বর্ণিতসেই স্থানকে বুঝাইবে যেখানে একজন ব্যক্তি দলিলটি উপস্থাপন করিতে সক্ষম হইতে পারিবেন।

৭১ক। কিভাবে বৈধ উপস্থাপন করিতে হয় এবং উপস্থাপনের পদ্ধতি।-
(১) বৈধভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ধারক যদি বিনিময়যোগ্য দলিলের মূল কপির পরিবর্তে উহার ইলেক্ট্রনিক কপি কিংবা সত্যায়িত কপি ব্যক্তিগতভাবে বা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে বা অন্য কোন কার্যকরী পদ্ধতিতে তদ্‌সংশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করিয়া থাকেন তবে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে ।
(২) এইরূপ প্রদানেরপর, এহেন দাবী পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে ধারক, তাহার কারবার চলাকালীন সময়ে, বিনিময়যোগ্য দলিলের মূলকপি পরিদর্শনের সম্মতি দেবে; যদি যুক্তিসঙ্গতসময়ের মধ্যে ধারক তাহা দেখাইতে ব্যর্থ হয়, সেই ক্ষেত্রে উপস্থাপন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৭২। আদেশকর্তাকে অভিযুক্ত করিবার জন্য চেক উপস্থাপন।-*এই আইনের ধারা ৮৪ এর বিধানাবলী সাপেক্ষে আদেশ কর্তাকে অভিযুক্ত করিবার জন্য চেকটি, যে ব্যাংকের উপর আদিষ্ট হইয়াছে, আদেশকর্তার সহিত সেই ব্যাংকের সম্পর্ক আদেশ কর্তার প্রতিকূলে যাইবার পূর্বেই উপস্থাপন করিতে হইবে।*

৭৩। অন্য কোন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করিবার ক্ষেত্রে চেকের উপস্থাপন।-*আদেশকর্তা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করিবার জন্য, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক চেকটি প্রদানের পর যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করিতে হইবে।*

৭৪। চাহিবা মাত্র পরিশোধ্য দলিলের উপস্থাপন।-*এই আইনের ধারা ৩১ এর বিধানাবলী সাপেক্ষে ধারক কর্তৃক কোন চাহিবামাত্র পরিশোধ্য বিনিময় যোগ্য দলিল গ্রহণের পর তাহা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করিতে হইবে।*

৭৫। কোন ব্যক্তি, বা মৃত ব্যক্তির কর্তৃত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি, নিযুক্ত ব্যক্তি বা দেউলিয়া ব্যক্তির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক উপস্থাপন।-*ক্ষেত্র বিশেষে আদিষ্ট, প্রস্তুতকারক, বা সম্মতিদাতার যথাযথ কর্তৃত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি অথবা যেই ক্ষেত্রে আদিষ্ট, প্রস্তুতকারক, বা সম্মতিদাতার মৃত্যু ঘটিয়াছে, সেই ক্ষেত্রে তাহার বৈধ প্রতিনিধি অথবা দেউলিয়া ঘোষিত ব্যক্তির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, দলিলটি সম্মতি বা পরিশোধের জন্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।*

৭৫ক। সম্মতিপ্রাপ্ত বা পরিশোধের নিমিত্তে বিলম্বে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে মওকুফ।-*সম্মতি বা পরিশোধের জন্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কোন বিলম্ব মওকুফ হইবে যদি তাহা ধারকের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত এবং তাহার অক্ষমতা, অসদাচরণ বা অবহেলা হইতে উদ্ভূত না হয়। যেই ক্ষেত্রে বিলম্বের অবসান হয়, সেই ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে অবশ্যই তাহা উপস্থাপন করিতে হইবে।*

৭৬। যেই ক্ষেত্রে উপস্থাপন নিস্প্রয়োজন।-*নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে পরিশোধের জন্য দলিল উপস্থাপন করিবার প্রয়োজন নাই এবং উপস্থাপন করিবার নির্ধারিত তারিখে তাহা প্রত্যাখ্যাত বলিয়া গণ্য হইবেঃ*

(ক) যদি প্রস্তুতকারক, আদিষ্ট (Drawee), বা সম্মতিদাতা ইচ্ছাকৃতভাবে দলিলটি উপস্থাপনে বাধা প্রদান করিয়া থাকেন, অথবা,

দলিলটি তাহার ব্যবসার যেই স্থানে পরিশোধ্য, তিনি সেই স্থানটি কারবারের দিনে ও কারবারের সময়বদ্ধ রাখেন, অথবা দলিলটি অন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানে পরিশোধ্য হইলে সেই স্থানে তিনি বা তাহার প্রতিনিধি স্বাভাবিক কারবারের সময় অনুপস্থিত থাকেন, অথবা

যেইক্ষেত্রে দলিলটি নির্দিষ্ট স্থানে পরিশোধ্য না হয়, সেইক্ষেত্রে তাহাকে যথাযথ অনুসন্ধান করিয়াও খুঁজিয়া পাওয়া না যায়;

(খ) কোন পক্ষের নিকট, যাহার বিরূদ্ধে অভিযোগ করা হয় এবং তিনি উপস্থাপন না হওয়া সত্ত্বেও পরিশোধ করিতে থাকেন;

(গ) কোন পক্ষের নিকট,যদি তিনি পূর্ণতাপ্রাপ্তির পর, দলিলটি উপস্থাপন করা হয় নাই জানিয়া-

দলিলে উল্লিখিত পাওনা আংশিক পরিশোধ করেন অথবা উল্লিখিত পাওনার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ পরিশোধের প্রতিশ্রু তি দেন অথবা

তিনি পরিশোধের জন্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কোন অক্ষমতাজনিত বিলম্বের দরূ ন উদ্ভূত সুবিধা ত্যাগ করেন;

(ঘ) কোন আদেশকর্তার বিরূ দ্ধে, যদি এরূপ উপস্থাপন না করিবার কারণে আদেশকর্তার কোন ক্ষতি না হয়;

(ঙ) যেই ক্ষেত্রে আদিষ্ট একজন কল্পিত ব্যক্তি (Fictitous Person);

(চ) স্বত্বার্পণকারীর (indorser) ক্ষেত্রে, যখন কোন বিনিময়যোগ্য দলিল সেই স্বত্বর্পণকারীর উপযোজনের (Accommodation) জন্য প্রস্তুতকৃত, আদেশকৃত বা সম্মতিদানকৃত হইয়া থাকে এবং তাহার প্রত্যাশা করিবার কারণ থাকে যে, দলিলটি উপস্থাপন করিলে পরিশোধিত হইবে না এবং

(ছ) যেই ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপের পরও এই আইনের বিধানমতে দলিল উপস্থাপন করা যাইবে না।

ব্যাখ্যাঃ কোন ধারক বিনিময়যোগ্য দলিল উপস্থাপন করিবার আবশ্যকতা হইতে অব্যাহতি পাইবেন না, যদিও ধারকের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে বিনিময়যোগ্য দলিলটি উপস্থাপন করিবার পর তাহা প্রত্যাখ্যাত হইবে।

৭৭। পরিশোধের জন্য উপস্থাপনকৃত বিল অবহেলাজনিত কার্যকরণে ব্যাংকারের দায়।- *সম্মতিদানকৃত কোন বিনিময় বিল নির্দিষ্ট ব্যাংকে পরিশোধের জন্য উপস্থাপনের পর প্রত্যাখ্যাত হইলে, যদি ব্যাংকারের অবহেলাজনিত কিংবা অনুপযুক্ত রক্ষণ, কার্যকরণ কিংবা ফেরৎ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিলের ধারক কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হন, তাহা হইলে ব্যাংকার উক্ত ধারককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।*

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিশোধ এবং সুদ

৭৮। কোন্ ব্যক্তিকে অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে।- *এই আইনের ৮২ ধারার দফা (গ) এর বিধান মতে অংগীকার পত্র, বিনিময় বিল বা চেকের পাওনা টাকা প্রস্তুতকারক বা সম্মতিদাতাকে দায়মুক্ত করিবার জন্য দলিলের ধারককে পরিশোধ করিতে হইবে।*

৭৯। সুদের হার যে ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বা সুনির্দিষ্ট নহে।- *দেনাদারের প্রতিকারের বিষয়ে সাময়িকভাবে প্রচলিত কোন আইনের বিধান সাপেক্ষে এবং ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির ৩৪ ধারাকে কোনভাবে খর্ব না করিয়া-*

(ক) যখন অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিলের সুদ পরিশোধের হার নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে এবং কখন হইতে সুদ পরিশোধ করিতে হইবে তাহার কোন নির্ধারিত তারিখ উল্লেখ না থাকে, সেই ক্ষেত্রে মূল টাকার উপর নির্ধারিত হারে, অঙ্গীকারপত্রের তারিখ হইতে বা বিনিময় বিলের তারিখ হইতে সুদ গণনাপূর্বক সেই তারিখ পর্যন্ত উহা উসুল করিতে হইবে, যতদিন পর্যন্ত না তাহা পরিশোধিত বা আদায় হয় অথবা তাহা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করা হয়;

(খ) সুদ বা উহার নির্দিষ্ট হার সম্পর্কে অঙ্গীকারপত্রে বা বিনিময় বিলে কোন কিছু উল্লেখ না থাকিলে, সুদ সম্পর্কিত দলিলভুক্ত পক্ষগণের মাঝে কোন পূর্ববর্তী আনুষঙ্গিক চুক্তি থাকা সত্ত্বেও অঙ্গীকারপত্রের তারিখ হইতে বা বিনিময় বিলের তারিখ হইতে বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা হারে দলিলের মূল টাকার উপর সুদ, যতদিন পর্যন্ত না উক্ত পরিমাণ টাকা পরিশোধ বা আদায় বা তাহার জন্য মামলা দায়ের করা হয়, ততদিন পর্যন্ত হিসাবকৃত সুদ আদায় করা যাইবে।

৮০। সুদের হার যখন সুনির্দিষ্ট নহে সেই ক্ষেত্রে সুদ।-*যখন দলিলে সুদের হার লিখিত না থাকে, সেই ক্ষেত্রে দলিলভুক্ত পক্ষগণের মাঝে সুদ সম্পর্কিত চুক্তিতে যাহাই থাকুক না কেন, দলিলে উল্লিখিত অর্থের সুদ, অভিযুক্ত কর্তৃক পাওনা পরিশোধের তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া মুল্যজ্ঞাপক প্রস্তাবের তারিখ বা পরিশোধের তারিখ বা পাওনা উসুলের জন্য দাখিলী মোকাদ্দমায় আদালত যেই রূপ নির্দেশ দেন সেই তারিখ পর্যন্ত, শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা হারে গণনা করিতে হইবে।*

ব্যাখ্যাঃ যেই ক্ষেত্রে অভিযুক্ত পক্ষ পরিশোধের ব্যর্থতার দরূন প্রত্যাখ্যাত দলিলের স্বত্বার্পণকারী হন, সেই ক্ষেত্রে তিনি দলিলটি প্রত্যাখ্যানের নোটিশ প্রাপ্তির পর হইতে সুদ পরিশোধের জন্য দায়ী বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

৮১। পরিশোধের জন্য প্রদান বা হারানোর ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ।-*(১) অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেকের পাওনা অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি যিনি ধারক কর্তৃক পরিশোধের জন্য আবেদিত হইয়াছেন, তাহার এই অধিকার রহিয়াছে যে, তিনি পরিশোধের পূর্বে দলিলটি দেখিবেন, এবং পরিশোধের পর দলিলটি গ্রহণ করিবেন অথবা দলিলটি হারাইয়া গেলে বা উপস্থাপন করা সম্ভব না হইলে তিনি দলিলটির উপর যেকোন পুনঃদাবী হইতে সুরক্ষিত থাকিবেন। (২) যেইক্ষেত্রে চেকটি ট্রাংকেটেড চেকের ইলেকট্রনিক প্রতিরূপ, সেইক্ষেত্রে পরিশোধের পরও চেকের অর্থ গ্রহণকারী ব্যাংক উহা নিজের কাছে রাখিবার অধিকারী হইবেন। (৩) ট্রাংকেটেড চেকের ইলেকট্রনিক প্রতিরূপ মুদ্রণের পর উহার পাদদেশে দলিলের অর্থ পরিশোধকারী ব্যাংকার কর্তৃক প্রদত্ত সত্যায়ন (certificate) উক্ত পরিশোধের প্রাথমিক প্রমাণ হিসেবে গণ্য হইবে।*

সপ্তম অধ্যায়
অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল ও চেক থেকে দায়মুক্তি

৮২। দায় হইতে অব্যাহতি।- *কোন বিনিময়যোগ্য দলিলের প্রস্তুতকারক, সম্মতিদাতা (Acceptor) বা স্বত্বার্পণকারী নিম্নেবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেনঃ*

(ক) ধারক বা তাহার অধীনস্থ সকল দাবীদার এর প্রতি তাহার দায় হইতে,যদি ধারক অব্যাহতি দানের উদ্দেশ্যে কোন স্বত্বার্পণকারীর বা সম্মতিদাতার নাম বাতিল করেন;

(খ) ধারক বা তাহার অধীনস্থ সকল অবগত স্বত্বাধীকারীর প্রতি তাহার দায় হইতে, যদি ধারকঅন্য কোন প্রকারে প্রস্তুতকারক, সম্মতিদাতা বা স্বত্বার্পণকারীকে অব্যাহতি দান করেন;

(গ) সকল পক্ষের প্রতি তাহার দায় হইতে, যদি দলিলটি বাহককে পরিশোধ্য হইয়া থাকে কিংবা শূণ্য স্বত্বার্পণ হইয়া থাকে এবং প্রস্তুতকারক, স্বত্বার্পণকারী বা সম্মতিদাতা তাহাতে বর্ণিত অর্থ যথাবিহীত পরিশোধ (Payment in due course) করিয়া থাকে।

৮৩। আদিষ্টকে সম্মতির জন্য ৪৮ ঘন্টার অধিক সময়।-*বিনিময় বিলের ধারক আদিষ্টকে (Drawee) তাহার সম্মতি প্রদানের জন্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত ৪৮ ঘন্টার বেশী সময় অনুমোদন করিয়া থাকিলে পূর্ববর্তী সকল পক্ষ যাহারা এই অতিরিক্ত সময় গ্রহণে সম্মত হন নাই, তাহারা ধারকের প্রতি তাহাদের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন।*

৮৪। যেই ক্ষেত্রে চেক যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয় নাই এবং তাহা দ্বারা আদেশকর্তা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া থাকে।- *(১) একটি চেক ইস্যুর পর উহা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে পরিশোধের জন্য উপস্থাপন না করা হইলে, যদি আদেশকর্তা অথবা যাহার হিসাবে চেকটি আদিষ্ট হইয়াছে তিনি বিলম্বের দরুন প্রকৃত ক্ষতির শিকার হন, এবং যদি এমন হয় যে, সময়মতো উপস্থাপিত হইলে চেকটি পরিশোধিত হইত, তাহা হইলে আদেশকর্তা বা যাহার হিসাবে চেকটি আদিষ্ট হইয়াছে, তিনি উক্ত ক্ষতির দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন, চেকটি পরিশোধিত হইলে ব্যাংকের জমাকারী হিসাবে তাহার যত ক্ষতি হইত, তাহার চেয়ে বেশী ক্ষতির জন্য।*

(২) যুক্তিগঙ্গত সময় নিরুপণের ক্ষেত্রে দলিলের প্রকৃতি, কারবার ও ব্যাংকের নিয়মনীতি এবং ঘটনার প্রেক্ষাপট বিবেচিত হইয়া থাকে।

(৩) যেই চেকের আদেশকর্তা বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অব্যাহতি পাইয়াছেন, সেই চেকের ধারক,আদেশকর্তা বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিবর্তে ব্যাংকের নিকট অব্যাহতি প্রাপ্ত অর্থের সীমা পর্যন্ত পাওনাদার হিসাবে বজায় থাকিবেন, এবং উক্ত অর্থ ব্যাংকারের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন।

উদাহরণ ঃ

ক) 'ক' ১০০০.০০ টাকার একটি চেক আদেশ করেন এবং যখন চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করা উচিত ছিল তখন ব্যাংকের তা মিটাবার জন্য তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থছিল। কিন্তু উপস্থাপনের পর চেক-এর টাকা পরিশোধে ব্যাংক ব্যর্থ হয়। উক্ত দায় হইতে চেকের আদেশকর্তা অব্যাহতি পাইবেন, কিন্তু ধারক চেক-এ উল্লিখিত টাকা ব্যাংকের বিরুদ্ধে প্রমাণ সাপেক্ষে আদায় করিতে পারিবেন।

খ) 'ক' দিনাজপুর থেকে একটি চেক চট্টগ্রামস্থ ব্যাংকের নামে আদেশ করেন। চেকটি সাধারণভাবে উপস্থাপনের পূর্বেই ব্যাংক তা পরিশোধে ব্যর্থ হয়। এই ক্ষেত্রে 'ক' ক্ষতি হইতে অব্যাহতি পাইবেন, কেননা বিলম্বে উপস্থাপনের দরুন তাহার কোন প্রকৃত ক্ষতি হয় নাই।

৮৫। আদেশের প্রেক্ষিতে পরিশোধ্য চেক।-*(১) যেই ক্ষেত্রে আদেশের প্রেক্ষিতে পরিশোধ্য কোন চেক প্রাপক কর্তৃক অথবা তাহার পক্ষে স্বত্বার্পণকৃত হয়, চেকটি যথাবিহীত পরিশোধের (Payment in due course) দ্বারা আদিষ্ট দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন।*

(২) কোন চেক শূন্য বা পূর্ণ স্বত্বার্পণকৃত হউক বা না হউক অথবা কোন স্বত্বার্পণদ্বারা পরবর্তী বিনিময়যোগ্যতা নিয়ন্ত্রিত বা বাতিল হউক বা না হউক, বাহককে পরিশোধ্য কোন চেক এর যথাবিহীত পরিশোধ দ্বারা আদিষ্ট বাহকের প্রতি তাহার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

৮৫ক। একটি ব্যাংকের কোন শাখা হইতে একটি ড্রাফট আহরণের পর তাহা একই ব্যাংকের অন্য শাখার আদেশে পরিশোধ্য।-কোন ব্যাংকের কোন শাখা কিছু পরিমাণ অর্থ, আদেশ ও চাহিদার প্রেক্ষিতে পরিশোধের জন্য একই ব্যাংকের অন্য শাখার প্রতি একখানা আদেশের প্রেক্ষিতে পরিশোধ্য ড্রাফট সম্পাদন করিলে এবং তাহা প্রাপক দ্বারা বা তাহার পক্ষে স্বত্বার্পণকৃত হইলে, ব্যাংক উহা যথাবিহীত পরিশোধের *(Payment in due course)* মাধ্যমে অব্যাহতি পাইবে।

৮৬। পক্ষগণ শর্তযুক্ত বা সীমিত সম্মতির প্রেক্ষিতে দায় হইতে অব্যাহতিতে অসম্মত।- যদি কোন বিনিময় বিলের ধারক শর্তযুক্ত সম্মতি দিয়া থাকেন বা বিলে বর্ণিত অংকের একটি সীমিত পরিমাণ অংশে সম্মতি দিয়া থাকেন বা বিল পরিশোধের স্থান ও সময় পরিবর্তনে সম্মতি দিয়া থাকেন অথবা যেই ক্ষেত্রে আদিষ্টগণ, যাহারা কোন অংশীদার নহেন, তাহারা সকলে স্বাক্ষর না করিলেও সম্মতি দিয়া থাকেন, তাহা হইলে পুর্বোক্ত পক্ষগণ যাহাদের অনুমতি নেওয়া হয় নাই তাহারা এইরূপ দায় হইতে মুক্ত থাকিবেন, যতক্ষন পর্যন্ত না ধারকের দেওয়া নোটিশের মাধ্যমে তাহারা সম্মতি প্রদান করিবেন।

ব্যাখ্যাঃ কোন সম্মতি তখনই শর্তযুক্ত হইবে ঃ

(ক) যেই ক্ষেত্রে দলিলে এইরূপ শর্ত থাকে যে, দলিলের মূল্য পরিশোধের বিষয়টি কোন ঘটনা ঘটার উপর নির্ভর করিবে।
(খ) যেই ক্ষেত্রে পরিশোধ্য অর্থের আংশিক পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়;
(গ) যেইক্ষেত্রে আদেশে পরিশোধের সুনির্দিষ্ট স্থান উল্লেখ করা হয় নাই সেইক্ষেত্রে ইহা সুনির্দিষ্ট স্থানে পরিশোধের প্রতিশ্রু তি দেওয়া হয় - অন্যভাবে বা অন্যত্র নহে, অথবা যেই খানে আদেশে পরিশোধের সুনির্দিষ্ট স্থান উল্লেখ করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে ভিন্ন কোন স্থানে পরিশোধের প্রতিশ্রু তি দেওয়া হয় - অন্যভাবে বা অন্যত্র নহে;
(ঘ) যেই ক্ষেত্রে আদেশে বর্ণিত সময় ছাড়া অন্য সময় পরিশোধের প্রতিশ্রু তি প্রদান করা হয়।

৮৭। মৌলিক পরিবর্তনের ফলাফল, স্বত্বার্পণগ্রহীতার মাধ্যমে পরিবর্তন।- কোন বিনিময়যোগ্য দলিলের কোন মৌলিক পরিবর্তন ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাতিল হইবে যিনি পরিবর্তন কালে দলিলটির একটি পক্ষ ছিলেন এবং উক্ত পরিবর্তনে সম্মতি প্রদান করেন নাই, যদি না তাহা মূল পক্ষগণের অভিন্ন উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকে; এবং স্বত্বার্পিত ব্যক্তি*(Indorsee)* কর্তৃক এইরূপ পরিবর্তন স্পত্বার্পণকারীকে দলিলের পণ সম্পর্কিত যাবতীয় দায় হইতে মুক্ত করিয়া দেয়।

এই ধারার বিধানাবলী ধারা ২০, ৪৯, ৮৬ এবং ১২৫ এর বিধান সাপেক্ষ হইবে।

৮৮। পূর্বোক্ত পরিবর্তনে যাহাই থাকুক না কেন সম্মতিদাতা বা স্বত্বার্পণকারী দায়বদ্ধ থাকিবে।- দলিলের পূর্বোক্ত পরিবর্তনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বিনিময়যোগ্য দলিলে একজন সম্মতিদাতা *(Acceptor)* অথবা সত্বার্পণকারী তাহার নিজ নিজ সম্মতি বা স্বত্বার্পণ দ্বারা দায়বদ্ধ থাকিবেন।

৮৯। রদবদল দৃশ্যমান নহে এমন দলিলের অর্থ পরিশোধ।-*(১)* কখনো একটি অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেকে মৌলিক রদবদল সাধন করা হইলে কিন্তু সাধারণ চোখে উহা ধরা না পড়িলে, বা যদি একটি চেক পরিশোধের জন্য উপস্থাপন করা হইয়াছে কিন্তু উহার ক্রসিং সাধারণ চোখে দৃষ্টিগত হয় না বা পূর্বেকার ক্রসিং মুছিয়া ফেলা হইয়াছে, তখন যদি কোন ব্যক্তি

বা পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ ব্যাংকার উহা যথাবিধি পরিশোধ করেন, সেইক্ষেত্রে তাহারা উক্ত দলিলের পরিশোধ হইতে দায়মুক্ত হইবেন। দলিলে পরিবর্তন কিংবা চেকের ক্রসিং এর পরিপ্রেক্ষিতে এইরূপ পরিশোধের জন্য তাহাদেরকে দায়ী করা যাইবে না।

(২) চেকটি ট্রাংকেটেড চেকের ইলেকট্রনিক প্রতিরূপ হইলে, এইরূপ ট্রাংকেটেড চেকে আপাত অবস্থায় কোন পার্থক্য মৌলিক রদবদল হিসেবে গণ্য হইবে, এবং প্রতিরূপটি ট্রাংকেটিং ও স্থানান্তরের সময় ইহার আপাত অবস্থার সত্যতা যাচাইয়ের দায়িত্ব ব্যাংক বা ক্লিয়ারিং হাউজ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, এর উপর বর্তাইবে।

(৩) ট্রাংকেটেড চেকের প্রেরিত এবং গৃহীত ইলেকট্রনিক প্রতিরূপ একই কি-না তাহা গ্রহণকারী ব্যাংক বা ক্লিয়ারিং হাউজ যাচাই করিবে।

৯০। সম্মতিদাতার হাতের বিলের কার্যক্রমাধিকারের অব্যাহতি।- *(১) একটি বিনিময়যোগ্য দলিলে আদেশকর্তা, প্রস্তুতকারক, সম্মতিদাতা বা স্বত্বার্পণকারী দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন যখন দায়ী ব্যক্তি প্রধান দেনাদার হিসাবে দলিল পূর্ণতার সময় বা পরে দলিলটির ধারক হন।*

(২) যেই ক্ষেত্রে কোন ধারক ধারা ৩৯ এ উল্লিখিত প্রকৃতির কোন সম্মতিদাতার সহিত চুক্তিবদ্ধ হন তখন অন্যান্য পক্ষ তাহাদের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন, যদি না তাহাদের প্রকাশ্যভাবে অভিযুক্ত করিবার বিষয়ে ধারকের অধিকার সংরক্ষিত থাকে।

অষ্টম অধ্যায়
প্রত্যাখ্যানের নোটিশ

৯১। অসম্মতি জ্ঞাপনের দ্বারা প্রত্যাখ্যান।- *কোন বিনিময় বিল সেই ক্ষেত্রেই অসম্মতির দরুন প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যেই ক্ষেত্রে আদিষ্ট (Drawee)অথবা অংশীদার নয় এমন অনেক আদিষ্টের মধ্যে একজন সঙ্গতভাবে বিলে সম্মতি দান করিবার প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্বেও সম্মতি দিতে ব্যর্থ হন, অথবা যখন উপস্থাপনে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং বিলটিতে অসম্মতি প্রদান করা হয়।*

যেই ক্ষেত্রে আদিষ্ট চুক্তি করিতে অনুপযুক্ত বা সম্মতিটি শর্তযুক্ত থাকে, সেই ক্ষেত্রে বিলটি প্রত্যাখ্যাত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

৯২। পরিশোধ না করিবার দরুন প্রত্যাখান।- *একটি অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেককে তখনই অপরিশোধের দরুন প্রত্যাখ্যাত বলা হইবে যেই ক্ষেত্রে অঙ্গীকার পত্রের প্রস্তুতকারক, বিলের সম্মতি দাতা বা চেকের আদিষ্ট সঙ্গতভাবে পরিশোধ করিবার প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্বেও পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন।*

৯৩। কাহার দ্বারা কাহাকে নোটিশ দেওয়া উচিত।- *যেই ক্ষেত্রে কোন অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক অসম্মতি বা অপরিশোধের ফলে প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে, সেই ক্ষেত্রে তাহার ধারক অথবা এই বিষয়ে দায়ী কোন পক্ষ, দলিলটি প্রত্যাখ্যাত হইবার নোটিশ প্রদান করিবেন ঐ সকল পক্ষকে যাহাদের তিনি পৃথকভাবে দায়ী করিতে চান অথবা ঐ সকল পক্ষগণের মধ্যে একজনকে যাহাদের তিনি যৌথভাবে দায়ী করিতে চান।*

যখন একটি বিনিময় বিল অসম্মতির দরুন প্রত্যাখ্যাত হয়, তখন উহার আদেশকর্তা বা স্বত্বার্পণকারীকে প্রত্যাখ্যানের নোটিশ প্রদান না করিলে তাহারা দায়মুক্ত হইবেন; কিন্তু এইরূপ

নোটিশ প্রদানের অবহেলার পরবর্তী কোন যথাবিহীত ধারকের অধিকার এই অবহেলা দ্বারা ক্ষুন্ন হইবে না।

যখন একটি বিনিময় বিল অসম্মতির দরুন প্রত্যাখ্যাত হয় এবং উহার প্রয়োজনীয় নোটিশ প্রদত্ত হয়, পরবর্তীতে অপরিশোধের জন্য প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে নোটিশ প্রদানের প্রয়োজন নাই, যদি না বিলটি তন্মধ্যে সম্মতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই ধারার কোন কিছুই প্রত্যাখ্যাত অঙ্গীকারপত্রের প্রস্তুতকারককে কিংবা প্রত্যাখ্যাত বিনিময় বিল বা চেকের আদিষ্ট (Drawee) বা সম্মতিদাতার প্রতি নোটিশ প্রদান করাকে অপরিহার্য করে না।

৯৪। যে পদ্ধতিতে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।- *নোটিশ প্রদান করা দরকার এমন ব্যক্তির যথাযথভাবে অনুমোদিত এজেন্ট, অথবা উক্ত ব্যক্তি মৃত হইলে তাহার আইনগত প্রতিনিধি, অথবা তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইলে তাহার স্বত্বনিয়োগী (assignee) এর অনুকূলে প্রত্যাখানের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে; উক্ত নোটিশ মৌখিক বা লিখিত হইতে পারে, লিখিত হইলে তাহা ডাকযোগে প্রেরিত হইবে; এবং তাহা যে কোনভাবে হইতে পারে; তবে ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অবশ্যই অবগত করিতে হইবে যে দলিলটি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে এবং যাহাকে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে তিনি দলিলের জন্য কীভাবে এবং তাহার উপর দায়বদ্ধ হইবেন; এবং প্রত্যাখানের পরে দলিলের সংশ্লিষ্ট পক্ষকে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে কারবারের স্থানে বা (কারবারের স্থান না থাকিলে) তাহার বাসস্থানে প্রত্যাখ্যানের নোটিশ পাঠাইতে হইবে।*

নোটিশটি সঠিক ভাবে নির্দেশিত এবং ডাকযোগে পাঠানো হইলে, তাহা যদি প্রাপকের নিকট না পৌছায় সেই ক্ষেত্রে নোটিশটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না।

৯৫। প্রত্যাখ্যানের নোটিশপ্রাপ্ত পক্ষ অবশ্যই উক্ত তথ্য প্রেরণ করিবেন।- *দলিলের যে কোন পক্ষ প্রত্যাখ্যানের নোটিশ প্রাপ্ত হইলে, তিনি যদি পূর্ববর্তী কোন পক্ষকে তাহার প্রতি দায়বদ্ধ করিতে চান তবে অবশ্যই যৌক্তিক সময়ের মধ্যে ঐ পক্ষের প্রতি নোটিশ প্রেরণ করিবেন, যদি না সেই পক্ষ ভিন্নভাবে ধারা ৯৩ এর প্রেক্ষিতে উক্ত নোটিশ পাইয়া থাকে।*

৯৬। উপস্থাপনের জন্য প্রতিনিধি।- *দলিলটি প্রতিনিধির দ্বারা উপস্থাপনের জন্য জমা দেওয়া হইলে, প্রতিনিধি তাহার নিয়োগ কর্তাকে নোটিশ প্রদান করিতে এইরূপ সময় পাইবেন যেন তিনিই উক্ত দলিলটির ধারক, এবং নিয়োগকর্তাও দলিলের পক্ষসমূহকে প্রত্যাখানের নোটিশ দেওয়ার জন্য পুনরায় অনুরূপ সময় পাইবেন।*

৯৭। যাহার নিকট নোটিশ প্রেরণ করা হইয়াছে তিনি মৃত হইলে।- *যে পক্ষকে প্রত্যাখ্যানের নোটিশ প্রেরণ করা হইয়াছে তিনি মৃত হইলে এবং নোটিশ পাঠাইবার সময় প্রেরক পক্ষ তাহার মৃত্যুর বিষয়ে অজ্ঞাত থাকিলে, নোটিশটি যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে।*

৯৮। যেই ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যানের নোটিশ প্রদান করিবার প্রয়োজন নাই।- *কোন প্রত্যাখ্যানের নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজন নাই-*

(ক) যখন প্রত্যাখ্যানের নোটিশ প্রাপ্তির অধিকারী পক্ষ এই অধিকার ত্যাগ করেন;

(খ) আদেশকর্তা যখন পরিশোধ রদ করেন তখন তাহাকে অভিযুক্ত করিবার ক্ষেত্রে;

(গ) অভিযুক্ত পক্ষ যখন নোটিশের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না।

ঘ) যেই পক্ষকে নোটিশ দিতে হইবে, যদি তাহাকে যথাযথ অনুসন্ধান করিবার পরও খুঁজিয়া পাওয়া না যায়; অথবা যদি নোটিশ প্রদানের জন্য দায়ী ব্যক্তি তাহার ত্রুটি নহে এইরূপ অন্য কোন কারণবশতঃ নোটিশ প্রদান করিতে অসমর্থ হয়;

(ঙ) যখন দলিলের সম্মতিদাতা নিজেই একজন আদেশকর্তা, তখন আদেশকর্তাগণকে অভিযুক্ত করিবার জন্য;

(চ) অঙ্গীকার পত্রটি বিনিময়যোগ্য না হইলে;

(ছ) যে পক্ষকে নোটিশ দিতে হইবে সেই পক্ষ যদি প্রত্যাখ্যানের পর সমুদয় ঘটনা জ্ঞাত হইয়া নিঃশর্তে বিনিময়যোগ্য দলিলের অর্থ পরিশোধের প্রতিশ্রু তি দেন।

নবম অধ্যায়

লিপিবদ্ধকরণ ও আপত্তি

৯৯। লিপিবদ্ধকরণ।- *অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল অসম্মতি বা অপরিশোধের ফলে প্রত্যাখ্যাত হইলে উহার ধারক প্রত্যাখ্যানের কারণ নোটারী পাবলিক দ্বারা দলিলের উপর, অথবা তাহার সাথে সংযুক্ত পৃথক এক টুকরা কাগজে অথবা উভয় অংশের উপর লিপিবদ্ধ করিয়া নিতে পারিবেন।*

এই লিপিবদ্ধকরণ প্রত্যাখ্যানের যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে করাইয়া নিতে হইবে এবং তাহাতে কোন তারিখে, কি কারণে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে, অথবা প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি সুস্পষ্ট না হইলে ধারক কেন এইটাকে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করেন তাহা এবং নোটারী চার্জ এর পরিমান উল্লেখ করিতে হইবে।

১০০। আপত্তি।- *অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল অসম্মতি বা অপরিশোধের ফলে প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকিলে উহার ধারক যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে নোটারী পাবলিক কর্তৃক লিপিবদ্ধ করাইয়া নিয়া প্রমাণ স্বরূপ উহার একটি সনদপত্র গ্রহণ করিবেন। এইরূপ সনদ পত্রকে আপত্তি বলা হইবে।*

উন্নততর জামানত হিসেবে আপত্তি।- *বিনিময় বিলের পূর্ণতার পূর্বে উহার সম্মতিদাতা দেউলিয়া হইলে, কিংবা তাহার আর্থিক সঙ্গতি সম্পর্কে জনমনে সন্দেহের উদ্রেক হইলে, ধারক যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে সম্মতিদাতার নিকট হইতে উন্নততর জামানত দাবী করিতে পারিবেন, এবং উক্ত দাবী প্রত্যাখ্যাত হইলে ধারক উপরোক্ত নিয়মে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করাইয়া প্রমাণ স্বরূপ উহার একটি সনদপত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন। অনুরূপ সনদকে উন্নততর জামানতের জন্য আপত্তি বলা হইবে।*

১০১। আপত্তির বিষয়সমূহ।- *ধারা ১০০ অনুযায়ী আপত্তিতে যাহা থাকিতে হইবে-*

(ক) মূল দলিলটি কিংবা উহার এবং উহার উপর লিখিত বা মুদ্রিত সমুদয় বিষয়ের অবিকল প্রতিলিপি;

(খ) যেই ব্যক্তির অনুকূলে এবং যেই ব্যক্তির প্রতিকূল আপত্তি প্রদান করা হইয়াছে তাহাদের নাম;

(গ) নোটারী পাবলিক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে পরিশোধ অথবা সম্মতি, অথবা ক্ষেত্রমতে, উন্নততর জামানত দাবী করা হইয়াছে, এই মর্মে একটি বিবৃতি; উক্ত দাবীর বিষয়ে তাহার উত্তরের বিষয়বস্তু, অথবা তাহার কোন উত্তর পাওয়া না গেলে কিংবা তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া না গেলে, এই মর্মে একটি বিবৃতি;

(ঘ) অঙ্গীকার পত্র বা বিনিময় বিল প্রত্যাখ্যাত হইলে প্রত্যাখ্যানের স্থান ও সময় এবং উন্নততর জামানতের দাবী অস্বীকারের ক্ষেত্রে অস্বীকারের স্থান ও সময়;

(ঙ) যে নোটারী পাবলিক আপত্তি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার স্বাক্ষর;

(চ) সম্মানার্থে বিনিময়যোগ্য দলিল সম্মতিপ্রাপ্ত বা পরিশোধিত হইলে যে ব্যক্তি দ্বারা, যাহাদের অনুকূলে ঐ সম্মতিদান বা পরিশোধ করা হইয়াছে তাহাদের নাম, এবং যে পদ্ধতিতে তাহা প্রস্তাবিত এবং কার্যকর করা হইয়াছে তাহার বর্ণনা।

উপরে (গ) দফায় বর্ণিত দাবী নোটারী পাবলিক স্বয়ং অথবা তাহার করণীক, অথবা চুক্তিবলে ক্ষমতা প্রদত্ত ব্যক্তি দ্বারা বা প্রচলিত রীতি দ্বারা, রেজিষ্ট্রীপত্র মারফত করিতে পারিবেন।

১০২। আপত্তির নোটিশ।- *অঙ্গীকার পত্র কিংবা বিনিময় বিলে আইনগতভাবে আপত্তি প্রদান করা বাধ্যকতামূলক হইলে, প্রত্যাখ্যানের নোটিশের পরিবর্তে, যেইভাবে ও যেই শর্তে প্রত্যাখ্যানের নোটিশ প্রদান করা হয় ঠিক সেইভাবে, অবশ্যই আপত্তির নোটিশ প্রদান করিতে হইবে; তবে যে নোটারী পাবলিক আপত্তিটি প্রস্তুত করিয়াছেন তিনিও নোটিশটি প্রদান করিতে পারিবেন।*

১০৩। অসম্মতির ফলে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর অপরিশোধের জন্য আপত্তি।- *সকল বিনিময় বিল, যেইগুলি আদিষ্টের বাসস্থান ব্যতীত, অন্য কোন স্থানেপরিশোধ্য থাকে, এবং যেই গুলি অসম্মতির ফলে প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে,সেইগুলিতে পুনরায় আদিষ্টের কাছে উপস্থাপন না করিয়া, পূর্বেই বা পূর্ণতায় দলিলে উল্লিখিত পরিশোধের স্থানে উক্ত অপরিশোধের জন্য আপত্তি প্রদান করা যাইতে পারে।*

১০৪। বৈদেশিক বিলের আপত্তি প্রমাণ।- *বৈদেশিক বিনিময় বিল যেই দেশে প্রস্তুত করা হইয়াছে সেই দেশের আইনানুযায়ী আপত্তি প্রদান আবশ্যক হইলে, অবশ্যই তাহাতে আপত্তি প্রদান করিতে হইবে।*

১০৪ক। কখন লিপিবদ্ধকরণ প্রমাণের সমতুল্য।- *এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন বিনিময় বিল বা অঙ্গীকারপত্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বা অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই আপত্তি প্রদান প্রয়োজন হইলে, উহা নির্ধারিত সময়ের বা অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই আপত্তির জন্য লিপিবদ্ধ করলেই যথেষ্ট হইবে। লিপিবদ্ধকরণের তারিখের পর যে কোন সময়ে আনুষ্ঠানিক আপত্তি সম্পন্ন করিবার সময় বৃদ্ধি করা যাইবে।*

দশম অধ্যায়

যুক্তিসঙ্গত সময়

১০৫। যুক্তিসঙ্গত সময়।- *বিনিময়যোগ্য দলিলের সম্মতির বা পরিশোধের জন্য উপস্থাপন, প্রত্যাখ্যানের নোটিশ প্রদান এবং লিপিবদ্ধ করিবার যুক্তিসঙ্গত সময় কি হইবে তাহা নির্ধারণের ক্ষেত্রে দলিলের প্রকৃতি বিবেচনা করিতে হইবে এবং সমরূপ দলিলের স্বাভাবিক লেনদেনের নিয়ম কানুনের উপর নির্ভর করিবে। এইরূপ সময় গণনার ক্ষেত্রে সরকারী ছুটির দিনগুলি বাদ দিতে হইবে।*

১০৬। প্রত্যাখ্যানের নোটিশ প্রদানের যুক্তিসঙ্গত সময়।- *প্রত্যাখ্যানের নোটিশ যাহাকে দেওয়া হইবে তিনি এবং ধারক যদি ক্ষেত্রমত ভিন্ন স্থানে কারবার বা বসবাস করিয়া থাকেন, সেই ক্ষেত্রে নোটিশটি প্রত্যাখ্যানের পরবর্তী দিনে বা পরবর্তী ডাকে হন্তব্যস্থানে পাঠাইলে, উহা যুক্তিসঙ্গতসময়ের মধ্যে প্রেরণ করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।*

যদি উপরোক্ত পক্ষগণের কারবারের স্থান বা বাসস্থান একই হয়, তবে প্রত্যাখ্যানের পরবর্তী দিনে গন্তব্যে পৌঁছার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যাখ্যানের নোটিশ পাঠাইলে, উহা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

১০৭। এইরূপ নোটিশ প্রেরণের যুক্তিসঙ্গত সময়।- *প্রত্যাখ্যানের নোটিশপ্রাপ্ত পক্ষ তাহার পূর্বতন পক্ষের বিরুদ্ধে তাহার অধিকার কার্যকরী করিতে চাইলে ধারক হিসেবে যেই সময়ে তিনি নোটিশটি প্রেরণ করিয়া থাকিতেন সেই সময়ের মধ্যে তাহা প্রেরণ করিলে, উহা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যেই প্রেরণ করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।*

একাদশ অধ্যায়
সম্মানার্থে সম্মতি ও পরিশোধ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্দেশ দান

১০৮। সম্মানার্থে সম্মতি।- *কোন বিনিময় বিল অসম্মতির ফলে বা অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য লিপিবদ্ধ বা আপত্তি প্রদান করা হইলে, উক্ত বিলের জন্য দায়বদ্ধ নহেন এমন কোন ব্যক্তি ধারকের সম্মতিক্রমে যে কোন পক্ষের সম্মানার্থে উক্ত বিলের উপর লিখিয়া উহাতে তাহার সম্মতি প্রদান করিতে পারিবেন।*

১০৯। সম্মানার্থে সম্মতি কিভাবে প্রদান করিতে হইবে।- *সম্মানার্থে সম্মতি প্রদানে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে স্বীয়হস্তে বিনিময় বিলের উপর লিখিয়া ঘোষণা করিতে হইবে যে, তিনি আদেশকর্তার বা তাহার দ্বারা উল্লিখিত অপর কোন স্বত্বার্পণকারীর (indorser) সম্মানার্থে বা সর্বজনীন সম্মানার্থে আপত্তিকৃত বিলে সম্মতি দিতেছেন।*

১১০। কাহার সম্মানার্থে সম্মতি তাহা উলে-খ ব্যতীত।- *কাহার সম্মানার্থে বিনিময় বিলে সম্মতি প্রদান করা হইয়াছে তাহা উল্লেখ না থাকিলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, তাহা আদেশকর্তার সম্মানার্থে হইয়াছে।*

১১১। সম্মানার্থে সম্মতিদাতার দায়।- *আদিষ্ট বিনিময় বিলের অর্থ পরিশোধ না করিলে সম্মানার্থে সম্মতিদাতা (Acceptor), যাহার সম্মানার্থে বিলে সম্মতি প্রদান করিয়াছে তাহার পরবর্তী প্রত্যেক পক্ষের নিকট বিল পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবে। এরূপ বিল পরিশোধের জন্য সম্মানার্থে সম্মতিদাতার কোন ক্ষতি বা হানি ঘটিলে যাহার সম্মানার্থে সম্মতি প্রদান করা হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ও তাহার পূর্ববর্তী সকলপক্ষ ঐ ক্ষতি বা হানির জন্য দায়ী থাকিবেন।*

তবে যদি বিলটি পূর্ণতার পরের দিনের মধ্যে উপস্থাপনকরা না হয়, (অথবাঐ বিলে সম্মতিদাতা যেই ঠিকানা দিয়াছে তাহা যদি বিল পরিশোধের স্থান হইতে ভিন্ন হয়, সেই ক্ষেত্রে তাহা উপস্থাপনের জন্য অগ্রবর্তী করা না হয়) তাহা হইলে সম্মানার্থে সম্মতিদাতা উহার ধারকের নিকট দায়ী থাকিবে না।

১১২। সম্মানার্থে সম্মতিদাতা কখন অভিযুক্ত হইবেন।- *বিলের পূর্ণতায় পরিশোধের জন্য আদিষ্টের নিকট যতক্ষণ পর্যন্ত উপস্থাপন করা না হইবে, এবং তাহার কর্তৃক উহা পরিশোধের অসম্মতি জানানো না হইবে, এবং এইরূপ প্রত্যাখ্যান লিপিবদ্ধ বা আপত্তি প্রদান করানা হইবে; ততক্ষণ পর্যন্ত সম্মানার্থে সম্মতিদাতাকে অভিযুক্ত করা যাইবে না।*

১১৩। সম্মানার্থে পরিশোধ।- *কোন বিনিময় বিলের অর্থ পরিশোধিত না হওয়ার কারনে লিপিবদ্ধ কিংবা আপত্তি প্রদান করা হইলে,উহা পরিশোধের জন্য দায়ী কোন পক্ষের সম্মানার্থে যে কোন ব্যক্তি তাহা পরিশোধ করিতে পারিবেন,তবে শর্ত থাকে যে, যে ব্যক্তি তাহা পরিশোধ করিবেন*

(অথবা ইহার পক্ষে তাহার প্রতিনিধি) তিনিপূর্বেই নোটারী পাবলিকের সম্মুখে ঘোষণা করিবেন যে,তিনি কোন্ পক্ষের সম্মানার্থে তাহা পরিশোধ করিয়াছেন এবং নোটারী পাবলিক কর্তৃক তাহা নথিভুক্ত হইতে হইবে।

১১৪। সম্মানার্থে পরিশোধকারীর অধিকার।- *অনুরূপ বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে ধারকের যেই সকল অধিকার থাকে, যেই ব্যক্তি তাহা পরিশোধ করে তাহার তদ্‌রূপ সকল অধিকার রহিয়াছে এবং উক্ত ব্যক্তি যাহার সম্মানার্থে যে পরিমাণ অর্থপরিশোধ করিয়াছেন সুদসহ তাহা এবং উহা পরিশোধে যে পরিমান টাকা খরচ হইয়াছে তাহা আদায় করিয়া নিতে পারিবেন।*

১১৫। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আদিষ্ট।- *বিনিময় বিলে বা উহার অনুমোদনপত্রে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আদিষ্টের নাম লিখা থাকিলে, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ আদিষ্ট (Drawee) কর্তৃক বিলটি প্রত্যাখ্যাত না হইয়াছে ততক্ষণ পর্যন্ত উহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে না।*

১১৬। প্রত্যাখ্যানের প্রমাণ ব্যতীত সম্মতি ও পরিশোধ।- *পূর্বোক্ত আপত্তি ব্যতীত কোন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আদিষ্ট বিনিময় বিলে সম্মতি প্রদান ও অর্থ পরিশোধ করিতে পারিবেন।*

দ্বাদশ অধ্যায়
ক্ষতিপূরণ

১১৭। ক্ষতিপূরণ প্রদানের নিয়ম।- *অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে ধারক বা কোন স্বত্বার্পণকারীর নিকট দায়ী কোন পক্ষ কর্তৃক প্রদেয় ক্ষতিপূরন নিম্নবর্ণিত নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত হইবে:*

(ক) দলিলে উল্লিখিত অর্থসহ উহা উপস্থাপন, লিপিবদ্ধকরণ ও আপত্তি প্রদানের প্রকৃত খরচও ধারক প্রাপ্য হইবে;

(খ) দায়বদ্ধ ব্যক্তি দলিলে পরিশোধ্য স্থান হইতে পৃথক বা ভিন্ন স্থানে বসবাস করিলে, ধারক দু'টি স্থানের মুদ্রার বর্তমান বিনিময় হারে এইরূপ মোট অর্থ প্রাপ্য হইবে;

(গ) পরিশোধের জন্য দায়ী কোন স্বত্বার্পণকারী দলিলে বর্ণিত অর্থ যেই তারিখে পরিশোধ করিয়াছেন সেই তারিখ হইতে দলিল উপস্থাপন বা পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত ব্যাংক রেটের তিন গুণ হারে সুদসহ প্রদত্ত অর্থ এবং প্রত্যাখ্যাত ও পরিশোধের কারণে ব্যয়িত সমুদয় খরচ ফেরত পাইবেন;

(ঘ) দায়ী ব্যক্তি ও অনুরূপ স্বত্বার্পণকারী ভিন্ন স্থানে বসবাস করিলে স্বত্বার্পণকারী দু'টি স্থানের বর্তমান বিনিময় হারে এইরূপ মোট অর্থ প্রাপ্য হইবেন;

(ঙ) ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তি, তৎকর্তৃক প্রাপ্য অর্থসহ ব্যয়িত সমুদয় খরচের জন্য ক্ষতিপূরণদাতার বরাবর দর্শনমাত্র বা চাহিবামাত্র প্রদেয় বিল লিখিয়া সম্মতির জন্য পাঠাইতে পারিবে। এইরূপ বিলের সহিত প্রত্যাখ্যাত দলিল এবং উহার আপত্তি (যদি থাকে) যুক্ত করিতে হইবে। এইরূপ বিল প্রত্যাখ্যাত হইলে প্রত্যাখ্যানকারীপক্ষ মূল বিলের ন্যায় প্রত্যাখ্যাত বিলের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানে দায়ী হইবেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
সাক্ষ্যের বিশেষ নিয়মসমূহ

১১৮। বিনিময়যোগ্য দলিল সম্পর্কিত অনুমিতি ক) প্রতিদান সম্পর্কিত; খ) তারিখ সম্পর্কিত; গ) সম্মতির সময়; ঘ) হস্তান্তরের সময়; ঙ) স্বত্বার্পণের আদেশ; চ) ষ্ট্যাম্প সম্পর্কিত; ছ) ধারক, যথাবিহীত ধারক; ।-

ভিন্নকিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বিনিময়যোগ্য দলিলের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ধরিয়া লইতে হইবে যে-

(ক) প্রত্যেকটি বিনিময়যোগ্য দলিল পণেরবিনিময়ে প্রস্তুত বা আদিষ্ট হয়; এবং উহা যখনসম্মতিদানকৃত, স্বত্বার্পিত, বিনিময়কৃত বা হস্তান্তরিত হয়, তখন পণের জন্যই সম্মতিদানকৃত, স্বত্বার্পিত, বিনিময়কৃত বা হস্তান্তরিত হয়;

(খ) প্রতিটি বিনিময়যোগ্য দলিলে উল্লিখিত তারিখেই প্রস্তুত বা আদেশকৃত হইয়াছে;

(গ) প্রতিটি সম্মতিদানকৃত বিনিময় বিল উহাতে উল্লিখিত তারিখের পর এবং পূর্ণতার পূর্বে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সম্মতিদানকৃত হইয়াছে;

(ঘ) বিনিময়যোগ্য দলিলের প্রতিটি হস্তান্তর পূর্ণতার পূর্বে সম্পন্ন হইয়াছে;

(ঙ) প্রতিটি বিনিময়যোগ্য দলিলে যে ক্রম-স্বত্বার্পণ পরিদৃষ্ট হয়, উহা উক্ত ক্রমেই করা হইয়াছে;

(চ) একটি হারানো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক যথাযথভাবে ষ্ট্যাম্পযুক্ত ছিল;

(ছ) বিনিময়যোগ্য দলিলের ধারক একজন যথাবিহীত ধারক; তবে শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে দলিলটি উহার বৈধ স্বত্বাধিকারীর কিংবা আইনগত হেফাজতকারীর নিকট হইতে, অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে (Fraudulently) অর্জিত হইবে, অথবা উহা প্রস্তুতকারী বা সম্মতিদাতার নিকট হইতে অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে বা বেআইনী পণের বিনিময়ে অর্জিত হইবে, সেইক্ষেত্রে দলিলের ধারক যে একজন যথবিহীত ধারক তাহা তাহাকেই প্রমাণ করিতে হইবে।

১১৯। প্রত্যাখ্যাতের সাক্ষ্য প্রমাণে অনুমিত।- *প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে এমন বিনিময়যোগ্য দলিলের মামলায়, আদালত প্রত্যাখ্যান করণের ঘটনাটি, আপত্তি প্রমাণ সাপেক্ষে, ঘটিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইবেন, যদি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত কারণটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়।*

১২০। দলিলের মূল বৈধতা অস্বীকারে বাধা।- *যথাবিহীত ধারক কোন দলিলের বিষয়ে মামলা দায়ের করিলে, ঐ দলিল অঙ্গীকারপত্র হইলে উহার প্রস্তুতকারক, এবং বিনিময় বিল বা চেক হইলে উহার আদেশকারী, শুধু বিনিময় বিল হইলে উহার সম্মানার্থে সম্মতিদাতা প্রথমে যেইভাবে দলিলটি প্রস্তুত করা হইয়াছিল উহার বৈধতা আদালতে অস্বীকার করিতে পারিবেন না।*

১২১। প্রাপকের স্বত্বার্পণ করিবার সামর্থ অস্বীকারে বাধা।- *কোন অঙ্গীকারপত্রের প্রস্তুতকারক এবং কোন বিনিময় বিলের সম্মতিদাতা, যথাবিহীত ধারক কর্তৃক আনীত মামলায়, অঙ্গীকারপত্র বা বিনিময় বিল স্বত্বার্পণের তারিখে প্রাপকের যোগ্যতা ছিল না, এই অজুহাতে দলিলের বৈধতা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।*

১২২। স্বাক্ষর বা পূর্বতন পক্ষের যোগ্যতা অস্বীকারে বাধা।- *দলিলের পরবর্তী ধারক কর্তৃক আনীত মামলায়, দলিলের পূর্বতন কোন পক্ষের স্বাক্ষর বা চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতাকে স্বত্বার্পণকারী অস্বীকার করিতে পারিবেন না।*

চতুর্দশ অধ্যায়
চেক সম্পর্কিত বিশেষ বিধানাবলী

১২২ক। ব্যাংকারের ক্ষমতা প্রত্যাহার।- *ব্যাংকারের গ্রাহক কর্তৃক আদেশকৃত চেক পরিশোধে ব্যাংকের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নির্ধারিত হয়-*

(১) পরিশোধ আদেশ প্রত্যাহার;

(২) গ্রাহকের মৃত্যুর সংবাদ;

(৩) একজন গ্রাহকের দেউলিয়া সাব্যস্থ হওয়ার নোটিশ।

১২৩। সাধারণভাবে রেখাঙ্কিত চেক।- *যেই ক্ষেত্রে একটি চেকের উপর তীর্যক (transverse) দুইটি সমান্তরাল রেখার মধ্যে "অ্যান্ড কোম্পানি" বা এর কোন সংক্ষিপ্তরূপ থাকিলে বা "বিনিময়যোগ্য নয়" শব্দগুলোসহ বা ছাড়া তীর্যকভাবে অঙ্কিত দুইটি সাধারণ সমান্তরাল রেখা সংযোজন করা হয়, সেই সংযোজনটি রেখাঙ্কন এবং চেকটি সাধারণভাবে রেখাঙ্কিত চেক বলিয়া গণ্য হইবে।*

১২৩ক। "প্রাপকের হিসাবে প্রদেয়" রেখাঙ্কিত চেক।- *(১) যেই ক্ষেত্রে সাধারণভাবে রেখাঙ্কিত একটি চেকের উপর তীর্যকভবে(transverse) অঙ্কিত দুইটি সমান্তরাল রেখার মধ্যে "প্রাপকের হিসাবে প্রদেয়" শব্দগুলো সংযোজন করা হয় সেই ক্ষেত্রে চেকটিকে সাধারণভাবে রেখাঙ্কিত চেক বলার পাশাপাশি "প্রাপকের হিসাবে প্রদেয়" রেখাঙ্কিত চেক বলিয়া অভিহিত করা যাইবে।*

(২) যখন একটি চেককে "প্রাপকের হিসাবে প্রদেয়" হিসেবে রেখাঙ্কিত করা হয়-

(ক) এর বিনিময়যোগ্যতা রহিত হয়; এবং

(খ) চেকের অর্থ সংগ্রহ করিয়া চেকে উল্লিখিত প্রাপকের হিসাবে জমা করা চেকের অর্থ সংগ্রাহক ব্যাংকারের দায়িত্ব।

১২৪। বিশেষভাবে রেখাঙ্কিত চেক।- *যেই ক্ষেত্রে একটি চেকের উপর "বিনিময়যোগ্য নয়" (not negotiable) শব্দগুলোসহ বা ছাড়া একটি ব্যাংকের নাম সংযোজন করা হয়, সেই ক্ষেত্রে সেই সংযোজনটি রেখাঙ্কন, এবং চেকটি বিশেষভাবে রেখাঙ্কিত, এবং চেকটি সেই ব্যাংকের উপর রেখাঙ্কিত হিসেবে বিবেচিত হইবে।*

১২৫। লেখার পর রেখাঙ্কন।- *যেই ক্ষেত্রে একটি চেক রেখাঙ্কিত থাকে না, সেই ক্ষেত্রে ধারক উহাকে সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে রেখাঙ্কন করিতে পারিবেন।*

যেই ক্ষেত্রে একটি চেক সাধারণভাবে রেখাঙ্কিত থাকে, সেই ক্ষেত্রে ধারক উহাকে বিশেষভাবে রেখাঙ্কন করিতে পারিবেন।

যেই ক্ষেত্রে একটি চেক সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে রেখাঙ্কিত থাকে, সেই ক্ষেত্রে ধারক উহাতে "বিনিময়যোগ্য নয়" শব্দগুলো সংযোজন করিতে পারিবেন।

যেই ক্ষেত্রে একটি চেক বিশেষভাবে রেখাঙ্কিত থাকে, সেই ক্ষেত্রে আদায়ের উদ্দেশ্যে রেখাঙ্কিত ব্যাংকার এটিকে পুনরায় অন্য একজন ব্যাংকার বা তার প্রতিনিধির অনুকূলে রেখাঙ্কন করিতে পারিবেন।

যখন রেখাঙ্কনবিহীন বা সাধারণভাবে রেখাঙ্কিত একটি চেক আদায়ের উদ্দেশ্যে একজন ব্যাংকারের নিকট প্রেরণ করা হয়, তখন তিনি উহাকে নিজের অনুকূলে রেখাঙ্কন করিতে পারিবেন।

১২৫ক। চেকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রেখাঙ্কন।- *এই আইন দ্বারা অনুমোদিত রেখাঙ্কন চেকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ; এই আইনের অনুমোদিত উপায় ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন চেকের রেখাঙ্কন মুছিয়া ফেলা, বা যুক্ত করা, বা পরিবর্তন সাধন করা আইনসঙ্গত হইবে না।*

১২৬। সাধারণভাবে রেখাঙ্কিত চেকের অর্থ প্রদান।- *যেই ক্ষেত্রে একটি চেক সাধারণভাবে রেখাঙ্কিত থাকে, সেই ক্ষেত্রে যে ব্যাংকারের উপর চেকটি আদিষ্ট (Drawee) হয় তিনি অন্য একজন ব্যাংকার ভিন্ন অন্য কাউকে উক্ত চেকের অর্থ প্রদান করিবেন না।*

__বিশেষভাবে রেখাঙ্কিত চেকের অর্থ প্রদান।-__ যেই ক্ষেত্রে একটি চেক বিশেষভাবে রেখাঙ্কিত থাকে, সেই ক্ষেত্রে যে ব্যাংকারের উপর চেকটি আদিষ্ট হয় সেই ব্যাংকার যে ব্যাংকারের অনুকূলে চেকটি রেখাঙ্কিত, তাকে বা তাহার প্রতিনিধি ভিন্ন অন্য কাউকে উক্ত চেকের অর্থ প্রদান করিবেন না।

__১২৭। একাধিকবার বিশেষভাবে রেখাঙ্কিত চেকের অর্থ প্রদান।-__ যেই ক্ষেত্রে আদায়ের উদ্দেশ্যে একজন প্রতিনিধির অনুকূলে রেখাঙ্কন ব্যতীত একটি চেক একাধিক ব্যাংকারের অনুকূলে রেখাঙ্কিত হয়, সেই ক্ষেত্রে আদিষ্ট ব্যাংকার উহার অর্থ প্রদানে অস্বীকার করিবেন।

__১২৮। রেখাঙ্কিত চেকের মূল্য যথাসময়ে পরিশোধ।-__ যেই ক্ষেত্রে আদিষ্ট ব্যাংকের নিকট রেখাঙ্কিত চেক উপস্থাপিত হইলে ব্যাংকটি সরল বিশ্বাসে ও অবহেলা ব্যতীত সাধারণভাবে রেখাঙ্কিত চেকের অর্থ কোন ব্যাংককে এবং বিশেষভাবে রেখাঙ্কিত চেকের অর্থ রেখাঙ্কিত ব্যাংকে বা আদায়ের জন্য প্রতিনিধিকে পরিশোধ করেন, সেই ক্ষেত্রে যদি চেকের অর্থ উহার প্রকৃত মালিককে পরিশোধিত হইত এবং প্রকৃত মালিক কর্তৃক গৃহীত হইত তাহলে তাহারা যেই অধিকার প্রাপ্ত হইত এবং যেই স্থানে অবস্থান করিত ব্যাংকার হিসাবেচেকের অর্থ পরিশোধকারী ব্যাংকার এবং (প্রাপকের হাতে সেই চেক আসার ক্ষেত্রে) তার আদেশকর্তা একই অধিকার প্রাপ্ত হইবেন এবং সকল ক্ষেত্রে একই স্থানে অবস্থান করিবেন।

__১২৯। রেখাঙ্কিত চেকের মূল্য যথাসময়ে ভিন্ন পরিশোধ।-__ কোন ব্যাংক সাধারণভাবে রেখাঙ্কিত চেকের মূল্য ব্যাংক ভিন্ন অন্য কাউকে অথবা বিশেষভাবে রেখাঙ্কিত চেকের মূল্য রেখাঙ্কিত ব্যাংক বা আদায়ের জন্য তার প্রতিনিধি ভিন্ন অন্য কাউকে পরিশোধ করিলে, এইরূপ পরিশোধের কারণে চেকের প্রকৃত মালিক কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ব্যাংকার চেকের প্রকৃত মালিকের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে পরিশোধের জন্য উপস্থাপিত চেক উপস্থাপনের সময় রেখাঙ্কিত ছিল না মর্মে প্রতীয়মান হয় অথবা অত্র আইনের অনুমোদিত পন্থা ব্যতীত ইতিপূর্বে রেখাঙ্কিত চেকের রেখাঙ্কন মুছিয়া ফেলা বা যোগ করা বা পরিবর্তন করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে সরল বিশ্বাসে এবং অবহেলা ব্যতীত চেকের মূল্য পরিশোধকারী ব্যাংকার দায়ী হইবেন না বা দায়বদ্ধ হইবেন না অথবা চেকটি রেখাঙ্কনের কারণে বা অত্র আইনের অনুমোদিত পন্থা ব্যতীত রেখাঙ্কন মুছিয়া ফেলা বা যোগ করা বা পরিবর্তন সাধন করিবার কারণে এবং ব্যাংকার ভিন্ন অন্য কাউকে বা রেখাঙ্কিত ব্যাংক বা আদায়ের জন্য তাহার প্রতিনিধি ভিন্ন অন্য কাউকে পরিশোধ করিবার কারণে পরিশোধের বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হইবে না।

__১৩০। বিনিময়যোগ্য নয় শব্দ উল্লিখিত চেক।-__ বিনিময়যোগ্য নয় শব্দ উল্লেখ পূর্বক সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে রেখাঙ্কিত চেকের প্রাপক হস্তান্তরকারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত আইনগত অধিকারের থেকে অধিকতর ভালো আইনগত অধিকার প্রাপ্ত হইতে এবং দিতে সক্ষম হইবেন না।

__১৩১। চেকের পরিশোধ মূল্য সংগ্রহে ব্যাংকারের দায়-মুক্তি।-__বিনিময়যোগ্য দলিল আইনের এই ধারা মতে যদি কোন ব্যাংক যথাবিধি বিশ্বস্ততার সহিত তাহার পক্ষে ক্রসড অথবা একাউন্ট পেয়ী ক্রসড চেক তাহার গ্রাহকের হিসাবে উহার পরিশোধ মূল্য সংগ্রহ করিয়া দেয়, উক্ত চেকে গ্রাহকের স্বত্বাধিকার বৈধ না থাকিলে বা ত্রুটিযুক্ত হইলেও সংগ্রাহক (কালেকটিং) ব্যাংক এই জন্য প্রকৃত মালিকের নিকট দায়ী হইবে না।

ব্যাখ্যা-১ঃ অবশ্য যদি সংগ্রাহক ব্যাংক ক্রসড চেকের পরিশোধ মূল্য সংগ্রহণের পূর্বে গ্রাহকের হিসাবে জমা করিয়া দেয় তাহা হইলে এই ধারায় ব্যাংকারের দায়িত্বের অব্যাহতি হইবে না।

ব্যাখ্যা-২ঃ ট্রাংকেটেড চেকের অর্থ পরিশোধের পূর্বে এর সত্যতা ও যথাযথতা যাচাই করা অর্থ গ্রহণকারী ব্যাংকের দায়িত্ব।

১৩১ক। খসড়ার ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের প্রয়োগ।- *ধারা ৮৫এ এর বিধান মোতাবেক এই অধ্যায়ের বিধানগুলি যে কোন ড্রাফট এরক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যেন ড্রাফটটিএকটি চেক ছিল।*

১৩১খ। "প্রাপকের হিসাবে প্রদেয়" হিসেবে রেখাঙ্কিত চেক জমার ক্ষেত্রে ব্যাংকারের নিরাপত্তা।- *যেই ক্ষেত্রে ব্যাংকারের নিকট আদায়ের জন্য চেক প্রদানের সময় "প্রাপকের হিসাবে প্রদেয়" হিসেবে রেখাঙ্কিত মর্মে প্রতীয়মান হয় না বা "প্রাপকের হিসাবে প্রদেয়" হিসেবে রেখাঙ্কিত চেক মুছিয়া ফেলা হইয়াছে বা পরিবর্তন করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে সরল বিশ্বাসে এবং অবহেলা ব্যতীত চেকের পরিশোধিত অর্থ আদায়কারী এবং উহা গ্রাহকের হিসাবে জমাকারী ব্যাংকার "প্রাপকের হিসাবে প্রদেয়" হিসেবে রেখাঙ্কন বা অনুরূপ রেখাঙ্কন মুছিয়া ফেলা বা পরিবর্তন করা এবং চেকের অর্থ আদায় করিয়া প্রকৃত প্রাপক ব্যতীত অন্য কোন গ্রাহকের হিসাবে জমা করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন না।*

১৩১গ। চেক তহবিলের স্বত্ব হস্তান্তর করে না।- *একটি চেক স্বীয়ভাবে আদেশকর্তার ব্যাংকে জমাকৃত তহবিলের কোন অংশের স্বত্ব হস্তান্তর করে না।*

পঞ্চদশ অধ্যায়
বিনিময় বিল সম্পর্কিত বিশেষ বিধানাবলী

১৩১ঘ। কতিপয় আদিষ্ট।- *অংশীদার হউন বা না হউন, দুই বা ততোধিক আদিষ্টের অনুকূলে কোন বিনিময় বিল আদেশ করা যাইতে পারে;কিন্তু বিকল্প দুইজন আদিষ্টের অনুকূলে কিংবা দুই বা ততোধিক অনুক্রমিক আদিষ্টের অনুকূলে প্রদত্ত আদেশকে বিনিময় বিল বলা যাইবে না।*

১৩১ঙ। কাহার অনুকূলে বিনিময় বিল লিখিত হইবে।- *একটি বিনিময় বিল আদেশকর্তার অনুকূলে বা তাহার আদেশে পরিশোধ্য - মর্মে লিখিত হইতে পারে অথবা উহা আদিষ্টের অনুকূলে বা তাহার আদেশে পরিশোধ্য হইবে - মর্মেও লিখিত হইতে পারে।*

১৩১চ। কখন সম্মতির জন্য উপস্থাপন আবশ্যক।- *একটি বিনিময় বিলের সম্মতিদাতার দায় নির্ধারণের লক্ষ্যে এটি পরিশোধের জন্য উপস্থাপিত হওয়ার পূর্বে সম্মতির জন্য উপস্থাপিত হওয়া আবশ্যক।*

১৩১ছ। যখন উপস্থাপন মওকুফ।- *তখনই কোন বিনিময় বিল সম্মতির জন্য উপস্থাপন মওকুফ হয় এবং অসম্মতির ফলে প্রত্যাখ্যাত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে-*

(ক) যখন আদিষ্টের মৃত্যু হইয়াছে অথবা যিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন অথবা যিনি একজন কল্পিত ব্যক্তি অথবা যিনি বিনিময় বিল সম্পাদনে অযোগ্য;

(খ) যখন যথাযথ অনুসন্ধান করিবার পরও আদিষ্টকে বিনিময় বিল উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত তারিখে উপস্থাপনের স্থানে খুঁজিয়া পাওয়া না যায়;

(গ) যখন যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উপস্থাপন কার্যকর করা যায় নাই;

(ঘ) যখন উপস্থাপনটি অনিয়মিত হওয়া সত্ত্বেও অন্যবিধ কারণে সম্মতি প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

১৩১জ।*আদেশকর্তা ও স্বত্বার্পণকারীর বিরুদ্ধে ধারকের প্রতিকারের অধিকার।-* *এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, যখন একটি বিনিময় বিল অসম্মতির ফলে প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে, তখন বিলের ধারক কর্তৃক উহার আদেশকারীও স্বত্বার্পণকারীর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার উদ্ভুত হয় এবং পরিশোধের জন্য উপস্থাপন প্রয়োজন হয় না।*

১৩১ঝ। *ধারক শর্তযুক্ত সম্মতি অস্বীকার করিতে পারিবেন।-* *একটি বিনিময় বিলের ধারক শর্তযুক্ত সম্মতি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইতে পারিবেন এবং যদি তিনি শর্তহীন সম্মতি অর্জন করিতে না পারেন, তবে তাহা অসম্মতির ফলে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া তিনি বিবেচনা করিতে পারিবেন।*

১৩২। *সন্নিবেশিত বিলসমূহ।-* *বিনিময় বিলগুলো কিছু খন্ডে প্রস্তুত করা যাইতে পারে, প্রত্যেক খন্ড সংখ্যায়িত হইবে এবং শর্ত থাকিবে যে, অন্যান্য খন্ড অপরিশোধিত থাকা পর্যন্ত এটি পরিশোধ্য থাকিবে। সকল খন্ড একত্রে একটি সেট হিসেবে গণ্য হইবে; কিন্তু সকল সেট মিলিয়া একটি মাত্র বিল গঠিত হইবে এবং একটি ভিন্ন বিলের ক্ষেত্রে একটি খন্ড পরিশোধিত হইলে সকল সেট পরিশোধিত বলিয়া গণ্য হইবে।*

ব্যতিক্রম - যখন একজন ব্যক্তি বিলের বিভিন্ন অংশ গ্রহণ করে বা বিলের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ব্যক্তির অনুকূলে স্বত্বার্পণকরে, তিনি এবং প্রত্যেক খন্ডের তৎপরবর্তী স্বত্বার্পণকারী সংশ্লিষ্ট খন্ডের জন্য এমনভাবে দায়বদ্ধ থাকিবেন যেন এটি ছিল একটি স্বতন্ত্র বিল।

১৩৩। *প্রথম গৃহীত অংশের ধারক সকল অংশের অধিকারী।-* *বিনিময় বিলের একই সেটের বিভিন্ন অংশের যথাবিহীত ধারকদের মধ্যে যিনি স্বীয় অংশের প্রথম আইনগত ধারক হন, তিনি বিলের অন্যান্য অংশের এবং বিলে উল্লিখিত অর্থের অধিকারী হইবেন।*

ষষ্ঠদশ অধ্যায়
আন্তর্জাতিক আইন

১৩৪। *বৈদেশিক দলিলের পক্ষগণের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত আইন।-* *বিপরীতমুখী কোন চুক্তির অবর্তমানে এবং ধারা ১৩৬ এর বিধান সাপেক্ষে, বৈদেশিক অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেকের ক্ষেত্রে,-*

(ক) দলিলটি যেই স্থানে প্রস্তুত বা আদিষ্ট, গৃহীত বা বিনিময়কৃত হইয়াছে, সেই স্থানের আইন কর্তৃক নির্ধারিত হইবে-

(১) পক্ষগণের সামর্থ্য; এবং

(২) দলিলটির বৈধতা অথবা ক্ষেত্রমত, ইহার সম্মতি বাবিনিময়।

তবে শর্ত থাকে যে, যেই স্থানে এরূপ দলিল প্রস্তুত বা আদিষ্ট হইয়াছে সেই স্থানের আইনের বিধান মোতাবেক তাহা স্ট্যাম্পযুক্ত হয় নাই কিংবা পর্যাপ্ত স্ট্যাম্পযুক্ত হয় নাই অজুহাতে দলিলটি অবৈধ বা অগ্রহণযোগ্য হইবে না;

(খ) এইরূপ দলিল পরিশোধ্য স্থানের আইনের বিধান মোতাবেক নির্ধারিত হইবে,-

(১) উহার সকল পক্ষের দায়-দায়িত্ব;

(২) সম্মতি বা পরিশোধের জন্য উপস্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে ধারকের দায়িত্বসমূহ;

(৩) দলিলটি পূর্ণতা প্রাপ্তির তারিখ;

(৪) প্রত্যাখ্যানের কারণসমূহ;

(৫) অসম্মতির আব্যশকতা এবং যথার্থতা বা প্রত্যাখ্যানের নোটিশ;

(৬) দলিলের অর্থ পরিশোধ এবং সন্তোষজনক সকল প্রশ্নসহ যেই মুদ্রায় এবং যেই বিনিময় হারে দলিলের অর্থ পরিশোধিত হইবে।

উদাহরণ

'ক' কর্তৃক ক্যালিফোর্নিয়াতে একটি বিনিময় বিল আদিষ্ট হইল, যেখানে সুদের হার ২৫ শতাংশ এবং বিলটি 'খ' কর্তৃক সম্মতিদানকৃত বিলটি ওয়াশিংটনে পরিশোধ্য যেখানে সুদের হার ৬ শতাংশ। বিলটি বাংলাদেশে স্বত্বার্পিত এবং প্রত্যাখ্যাত হয়। বিলটির জন্য 'খ' এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। 'খ' মাত্র ৬ শতাংশ হারে সুদ পরিশোধে বাধ্য কিন্তু 'ক' আদেশকর্তা হিসেবে অভিযুক্ত হইলে সে ২৫ শতাংশ হারে সুদ পরিশোধে বাধ্য থাকিবেন।

১৩৫। *বিনিময়যোগ্য দলিল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৬২ (১৯৬২ সালের ৪৯ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৫৩ কর্তৃক বাতিলকৃত।*

১৩৬। বাংলাদেশের বাইরে কিন্তু সেই দেশের আইনানুযায়ী প্রস্তুতকৃত দলিল।- *কোন বিনিময়যোগ্য দলিল যদি বাংলাদেশের বাইরে প্রস্তুতকৃত, আদিষ্ট, সম্মতিদানকৃত বা স্বত্বার্পিত হইয়া থাকে, এবং উক্ত দলিলে প্রদর্শিত কোন চুক্তি,উহা সম্পাদনের দেশের আইন অনুযায়ী অসিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই কারনে বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিনিময়যোগ্য দলিলটির পরবর্তী কোন সম্মতিদান বা স্বত্বার্পণ অকার্যকর হইবে না।*

১৩৭। বিদেশী আইন সম্পর্কে অনুমান।- *অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল এবং চেক সম্পর্কিত কোন বিদেশী আইন বিপরীতমর্মে প্রমাণিত না হইলে তা বাংলাদেশের সমপর্যায়ের আইন বলিয়া অনুমিত হইবে।*

সপ্তদশ অধ্যায়

হিসাবে অপর্যাপ্ত তহবিল থাকিবার জন্য নির্দিষ্ট চেকসমূহ প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে দন্ড

১৩৮। হিসাবে অপর্যাপ্ত তহবিল ইত্যাদি জনিত কারণে চেক প্রত্যাখ্যান।-(১) *যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি তাহার কোন ব্যাংকের হিসাবে অপর কোন ব্যক্তিকে যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য চেক লিখিয়া দিলেন, কিন্তু তাহার হিসাবে অবশিষ্ট যে টাকা আছে তাহা দিয়া লিখিত চেক সমন্বয় করিবার মত পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় কিংবা উক্ত হিসাব হইতে টাকা পরিশোধের জন্য ব্যাংকের সাথে যে পরিমাণ টাকার চুক্তি করা হইয়াছে তাহা অতিক্রান্ত হওয়ায় কিংবা স্বেচ্ছায় ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে লেনদেন স্থগিত/হিসাব বন্ধ করিবার কারণে ব্যাংক কর্তৃক উক্ত চেকটি অপরিশোধিত হইয়া ফেরত আসিলে, ঐ ব্যক্তি ইহার দ্বারা অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এইজন্য এই আইনে বিপরীতে কোন বিধানের অবর্তমানে, সর্বনিম্ন ০৬ (ছয়) মাস হতে সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বৎসর মেয়াদ পর্যন্ত কারাদন্ডে অথবা চেকে লিখিত অর্থের* ***চারগুণ*** *অর্থদন্ডে অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবেন:*

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না যদি না-

(ক) চেকটি আদিষ্ট হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে বা উহার কার্যকারিতার মেয়াদকালের মধ্যে,যাহা পূর্বে সংঘটিত হয়,উহার মধ্যে চেকটি ব্যাংকের নিকট উপস্থাপিত হয়;

(খ) চেকটি অপরিশোধিত অবস্থায় ফেরত প্রদানের বিষয়ে ব্যাংকের নিকট থেকে তথ্য প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে চেকের প্রাপক বা ক্ষেত্র মতে উহার যথাবিহীত ধারক উল্লিখিত পরিমান অর্থ পরিশোধের দাবী জানাইয়া চেকের আদেশকর্তাকে লিখিত নোটিশ প্রদান করেন, এবং

(গ) উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে চেকের আদেশকর্তা উহার প্রাপক বা ক্ষেত্রমত উহার যথাবিহীত ধারককে চেকে উল্লিখিত পরিমাণঅর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হন।

(১ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর অধীনে আবশ্যিক নোটিশটি নিম্ন লিখিতভাবে জারি করিতে হইবে-

(ক) যেই ব্যক্তির উপর উহা জারি করিতেহইবে সে ব্যক্তিকে প্রদান করিয়া; বা

(খ) বাংলাদেশে উক্ত ব্যক্তির সাধারণ বা সর্বশেষ জ্ঞাত আবাসস্থল বা কারবারের স্থানে রেজিষ্ট্রী ডাকে প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ ইহা প্রেরণের মাধ্যমে; বা

(গ) বহুল প্রচারিতকোন বাংলা দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে।

(২) যেই ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন জরিমানা আদায় করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে চেকে বর্ণিত অর্থের পরিমাণ পর্যন্ত আদায়কৃত জরিমানা উহার ধারককে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) এই আইনের কোন কিছুই ধারককে, চেকের অপরিশোধিত অংশ আদায়ের জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমা করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবে না।

(৪) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে চেক গ্রহণ করিবে না বা রাখিবে না।

১৩৮ক। আপিলের ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ।- *ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ১৩৮ এর যে কোন উপধারার আওতায় প্রদত্ত রায়ের বিপরীতে আপিল করিবার পূর্বে প্রত্যাখ্যাত চেকের পরিমাণের ৫০% অর্থ রায় প্রদানকারী আদালতের নিকট জমা প্রদান করিতে হইবে।*

১৩৯। *বিনিময়যোগ্য দলিল (সংশোধন) আইন, ২০০০ (২০০০ সালের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩ কর্তৃক বাতিলকৃত।*

১৪০। কোম্পানীর অপরাধসমূহ।- *ধারা ১৩৮ এর আওতায় অপরাধকারী ব্যক্তি যদি একটি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে বর্ণিত কোম্পানীসহ উক্ত অপরাধ সংঘটনের সময় কোম্পানীর ব্যবসায় পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং আইনত দায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ অপরাধের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং ইহারজন্য তাহাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে এবং তদানুযায়ী দন্ডিত হইবেন:*

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন,যদি দায়ী ব্যক্তি প্রমাণ করিতে পারেন যে উক্ত অপরাধ তাহার জ্ঞাতসারে সংঘটিত হয় নাই অথবা উক্ত অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধের জন্য তিনি সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন, তবে তিনি দোষী সাব্যস্ত হইবেন না।

(২) উপধারা (১) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অত্র আইনের আওতায় কোন কোম্পানী কর্তৃক কোন অপরাধ সংঘটিত হলে এবং উক্ত কোম্পানির কোন পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কর্মকর্তার সম্মতিতে বা পরোক্ষ সমর্থনে বা কোন অবহেলার কারণে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে মর্মে প্রমাণিত হইলে, কোম্পানির উক্ত পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কর্মকর্তা ঐ অপরাধের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং ইহার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে এবং তদানুযায়ী দন্ডিত হইবেন।

ব্যাখ্যা - এই ধারার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে-

(ক) "কোম্পানী" অর্থ কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং ইহা কোন ফার্ম বা ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত কোন সমিতিকেও অন্তর্ভুক্ত করে; এবং

(খ) কোন ফার্মের "পরিচালক" বলিতে উক্ত ফার্মের একজন অংশীদারকে বুঝাইবে।

১৪১। অপরাধসমূহ আমলে নেওয়া, ইত্যাদি।- *ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫ম আইন)-তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন-*

(ক) চেকের প্রাপক অথবা যথাবিহিত ধারক কর্তৃক লিখিতভাবে কোন অভিযোগ দাখিল ব্যতীত কোন আদালত ১৩৮ ধারার অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ আমলে নিবেন না;

(খ) ১৩৮ ধারার দফা (গ) এর বিধান মোতাবেক কোন অপরাধ সংঘটনের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে অনুরূপ অভিযোগ দাখিল করিতে হইবে;

(গ) মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালত ১৩৮ ধারার অধীন কোন অপরাধের বিচারকার্য সম্পাদন করিবে ।

(ঘ) ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫নং আইন) এ যাহাই থাকুক না কেন, ১৩৮ ধারায় বর্ণিত প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে আপোষ-মীমাংসার বিষয়ে, বিচারের যে কোন পর্যায়ে, উভয় পক্ষের শুনানীর পর, এবং রায় ঘোষণার পূর্বে আদালত বিবেচনা করিবেন।

১৪২। মামলার বিচারের সময়সীমা।- *(১) এই আইনের অধীনে কোন মামলার বিচার, যতদুর সম্ভব, ন্যায় বিচারের স্বার্থে ধারাবাহিকভাবে প্রতি কার্যদিবসে অনুষ্ঠিত হইবে, যদি না আদালত প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ পূর্বক লিখিতভাবে পরবর্তী কার্যদিবসে বিচার মূলতবীর কোন আদেশ প্রচার করেন।*

(২) এই ধারার অধীনে কোন মামলার বিচারকার্য নালিশের ছয় মাসের মধ্যে সমাপ্ত করিতে হইবে।

১৪৩। রহিতকরণ ও হেফাজতকরণ।- *(১) The Negotiable Instrument Act, 1881(১৮৮১ সনের ২৬নং আইন) সকল সংশোধনীসহ এতদ্বারা রহিত করা হইল।*

২। উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিতকৃত আইনের অধীনকৃত সকল কার্যক্রম এই আইনের অধীনকৃত বলিয়া গণ্য হইবে, এবং দায়েরকৃত কোনে মামলা বা গৃহীত কোন কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এইরূপে নিষ্পন্ন হইবে যেনো উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত হইয়াছে।

ধারা ১৩৮ উপ-ধারা (১)-এ সাজা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "----be punished with imprisonment for a term which may extend to 1(one) year, or with fine which may extend to thrice the amount of the cheque or with both."

ধারা ১৩৮ মোতাবেক জেল বা জরিমানা বা উভয় দন্ড প্রদানের বিধান আদালতের স্ববিবেচনায় প্রদত্ত হয়েছে। অর্থাৎ উপরিল্লিখিত তিনটি দন্ডের যে কোন একটি আদালত তার স্বীয় বিবেচনায় দিতে হকদার। এই স্বীয় বিবেচনা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ বিচারিক

আদালতসমূহ বিব্রতকর অবস্থায় পড়ছে এটি স্পষ্ট। সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা (guideline) থাকলে সকল বিচারিক আদালত একই রকম দন্ড প্রদান করতে সক্ষম এবং আইনজীবিসহ জনগণের বুঝতে সুবিধা হয়। উপরিল্লিখিত অবস্থাধীনে 'স্ববিবেচনা' প্রয়োগের ক্ষেত্রে সকল বিচারিক আদালতকে অত্র বিভাগ নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করতে নির্দেশ দিচ্ছে।

(১) মোকদ্দমা দায়েরের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে চেক প্রদানকারী যদি চেকে উল্লেখিত টাকা চেক গ্রহীতাকে প্রদান করে সেক্ষেত্রে বিচারিক আদালত চেকে উল্লিখিত টাকা এবং মামলার যাবতীয় খরচ যোগ করে জরিমানা (ক্ষতিপূরণ) প্রদান করে রায় প্রদান করবেন।

(২) চেক প্রদানকারী যদি মোকদ্দমা দায়েরের ৩ (তিন) মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর কিন্তু ৬ (ছয়) মাসের পূর্বে চেক গ্রহীতাকে চেকে বর্ণিত টাকা প্রদান করে তা হলে আদালত চেক গ্রহীতাকে চেকে উল্লেখিত টাকা এবং চেকে উল্লেখিত টাকার সমপরিমাণ টাকা মামলার খরচ হিসাবে যোগ করে জরিমানা হিসেবে প্রদান করবেন।

(৩) যদি চেক প্রদানকারী চেকে উল্লিখিত সমুদয় টাকা মামলা দায়েরের ৬ (ছয়) মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর এবং ১ (এক) বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে প্রদান করে সেক্ষেত্রে আদালত চেকে উল্লেখিত টাকা এবং চেকে উল্লেখিত টাকার আড়াই গুণ টাকা জরিমানা হিসেবে প্রদান করবেন।

(৪) যদি চেক প্রদানকারী চেকে উল্লেখিত সমুদয় টাকা মামলা দায়েরের ১ (এক) বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এবং ২ (দুই) বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে প্রদান করে সেক্ষেত্রে চেকে উল্লেখিত টাকা এবং চেকে উল্লেখিত টাকার তিনগুণ টাকা জরিমানা হিসেবে প্রদান করবেন।

(৫) যেক্ষেত্রে ২ (দুই) বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও চেক প্রদানকারী টাকা প্রদান না করে সেক্ষেত্রে আদালত চেকে উল্লেখিত/বর্ণিত টাকার ৩ (তিন) গুণ টাকা এবং আদালতের স্ববিবেচনায় ১(এক) দিন থেকে ১(এক) বছর পর্যন্ত সাজা প্রদান করবেন।

ধারা ১৩৮ এর উপ-ধারা (২)-এ বলা হয়েছে যে, ***"Where any fine is realised under sub-section (1), any amount up to the face value of the cheque as far as is covered by the fine realised shall be paid to the holder."***

চেকে বর্ণিত টাকা এবং জরিমানার টাকা ভিন্ন। চেকে বর্ণিত টাকা হল চেকের উপর লিখিত টাকার পরিমাণ। অপরদিকে, জরিমানার টাকা হল চেক প্রত্যাখ্যানের কারণে সৃষ্ট অপরাধের কারণে আদালতের স্ববিবেচনায় প্রদত্ত জরিমানা।

ভূক্তভোগী শুধুমাত্র চেকে উল্লেখিত টাকা পেলে তার মোকদ্দমার খরচ এবং সময় ক্ষেপনের কোন মূল্যই পেলো না। ফলে চেকে উল্লিখিত টাকাসহ জরিমানা চেক গ্রহীতাকে প্রদানের নিমিত্ত প্রত্যেকটি আদালত রায়ের শেষে অতি অবশ্যই নিম্নোক্ত অংশ লিখবেনঃ

"চেকে উল্লেখিত টাকা এবং অত্র রায়ে বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী ও ধারা ১৩৮ এর উপধারা (২)-এ প্রদত্ত সীমা পর্যন্ত জরিমানার টাকা বাদী পক্ষ প্রাপ্ত হবেন।"

১৯৯৪ সালে প্রতিস্থাপিত ***The Negotiable Instrument Act, 1881***এর ধারা ১৩৮ দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ৫৫ থেকে ৫৯ ***INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS*** এর অনুচ্ছেদ ১১ এবং আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২ এর সহিত সাংঘর্ষিক বিধায় এবং উন্নত বিশ্বের মর্যাদায় উঠতে বাধা বিধায় মহামান্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক উহা বাতিলের দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে অত্র বিভাগ দৃঢ় আশা পোষণ করছে।

The Negotiable Instrument Act, 1881এর ১৩৮ ধারাটি বিশেষ করে কারাগারে প্রেরণের বিষয়টি মহামান্য সংসদ কর্তৃক বাতিল করার পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান আইনের বিধানটি উপরে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করে বিচারিক আদালত রায় প্রদান করবেন। এছাড়া এটি সর্বোবস্থায় আপোষযোগ্য।

সার্বিক পর্যালোচনা এবং আলোচনায় অত্র আপীলটি আপোষযোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় অত্র আপীলটি বিনা খরচায় আপোষে নিষ্পত্তি করা হলো।

অত্র রায়ের অনুলিপি সহ নথি (LCR) সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা হউক।

আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত বিধায় আমি অত্র মোকদ্দমাটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৩(২)(ক) মোতাবেক সার্টিফিকেট প্রদান করছি আপীল বিভাগে আপীল করার জন্য।

সংশ্লিষ্ট রায় এবং আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট সকলকে দ্রুত অবহিত করা হউক।

(বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)